ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮
এবং
ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮

NPO

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

শিল্প মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

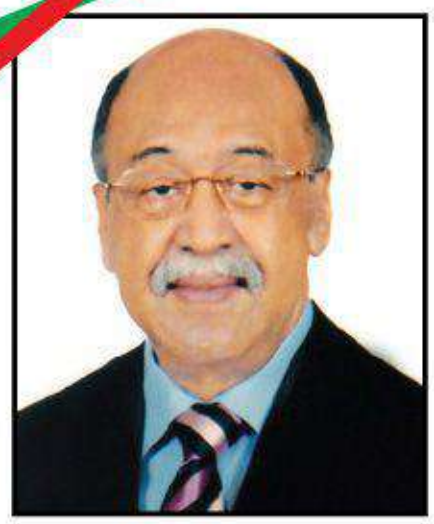

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) উদ্যোগে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮" প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহৎ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেশীয় কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদার করে কৃষি ও শিল্পখাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় শিল্পখাত অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে ইতোমধ্যে শিল্প সহায়ক নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি বেসরকারিখাতে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩৩.৭১ শতাংশ, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৫.১৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারিখাতের শিল্প উদ্যোক্তারাই এ অবদানের নেপথ্যের নায়ক। তাঁদের মেধা, সৃজনশীল চিন্তা, নিরন্তর পরিশ্রম এবং সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের শিল্পখাত ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে।

আমাদের সরকার, শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব সরকার। আমরা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সব সময় ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিত 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' 'সিআইপি (শিল্প) কার্ড' 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' 'জাতীয় এসএমই পুরস্কার' 'ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট' ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ যোগাচ্ছে।

"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮" প্রদান বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতির ফলে শিল্প উদ্যোক্তারা নিজ নিজ কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত হবেন। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নবীন শিল্প উদ্যোক্তারাও নিজেদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উজ্জীবিত হবেন। এর ফলে দেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা জোরদার হবে এবং শিল্প উৎপাদন বাড়বে। এ ধারা অব্যাহত রেখে শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সার্থক রূপায়নে সক্ষম হবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাই।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এম.পি

কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর উদ্যোগে ষষ্ঠবারের মত 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' এবং 'ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮' প্রদান করতে পেরে আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকার একটি শিল্পবান্ধব সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে শিল্পখাতের বিকাশের মাধ্যমে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। আমাদের লক্ষ্য জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ২৮ থেকে ৪০ শতাংশ ও শিল্পখাতে শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার শিল্পখাতে শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার শিল্পখাত সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করার ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির সঙ্গে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে দেশের সর্বত্র স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুচ্ছ শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে দক্ষ শিল্পখাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের মাঝে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছেন।

'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদানে নেতৃত্ব, পরিকল্পনা কৌশল, বাজার ব্যবস্থা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও উদ্যোগী হবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কলাকৌশলের সঠিক চর্চার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা উপযোগী পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে।

আমি 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' এবং 'ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮' প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি

মোঃ আবদুল হালিম
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে শিল্পের প্রচার ও প্রসার এবং ভোক্তাদের সাথে টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা একটি অপরিহার্য নিয়ামক। এজন্য দেশের বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ট্রেডবডি/এসোসিয়েশনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উৎসাহ ও প্রণোদনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান এই উৎপাদনশীলতাকে আরো বেগবান করে। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ষষ্ঠ বারের মত "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮" প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।

টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তাগিদ দিয়ে আসছেন। তিনি সবাইকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্দোলনে শামিল হবার আহ্বানসহ জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জনসচেতনতা বাড়াতে শিল্প ও সেবাখাতে বিশেষ অবদানের জন্য "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদানের ঘোষণা করেন। এর আলোকে এনপিও প্রতিবছর ০৬টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান ও সেরা উদ্যোক্তাদের " ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করে আসছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতি বছর এরূপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ট্রেডবডি/এসোসিয়েশন অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত হবে। এদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়েশনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মোঃ আবদুল হালিম

এস. এম. আশরাফুজ্জামান
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়

বাণী

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে টেকসই উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য নিয়ামক। এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করে। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে এনপিও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান ও উৎপাদনশীলতায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করে থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নে উৎপাদনশীলতার অবদান অনস্বীকার্য। এনপিও শুরু থেকেই সরকারি-বেসরকারি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে, শিল্প-কারখানায় অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উৎকর্ষ সাধন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মালিক, শ্রমিক, কর্মচারিসহ সকলের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে এ প্রতিষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান একটি সৃজনশীল উদ্যোগ। এ উদ্যোগ জ্ঞান ভিত্তিক শিল্পায়নের অভিযাত্রাকে আরও বেগবান করছে। ফলে দেশের শিল্প/সেবা খাত দ্রুত থেকে দ্রুততার সাথে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে শিল্প ও সেবা খাতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে।

২০১৮ সালের জন্য ০৭টি ক্যাটাগরিতে ২৮ টি প্রতিষ্ঠান ও ০৩ টি ট্রেডবডিকে" ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান গুলো উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে দেশের অন্যান্য শিল্প কারখানার জন্য রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও গুণগত পরিবর্তনের ধারা জোরদার হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্মরণিকা প্রকাশনার কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আমি এনপিও'র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সচিব, সকল সদস্য ও এ সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

(এস. এম. আশরাফুজ্জামান)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'র পটভূমি

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের যেমন কোন বিকল্প নেই একইভাবে সুষ্ঠু শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার একমাত্র পথ অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এটি পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত একটি বাস্তবতা যার গুরুত্ব অনুভব করে বর্তমান বিশ্বে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের নতুন ধারা চলছে। সবুজ প্রযুক্তিনির্ভর এ শিল্পায়নকে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এই শিল্প বিপ্লবেরই প্রতিচ্ছবি। এ শিল্প বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানির ব্যবহার করে শিল্প কারখানায় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা। এ শিল্পায়ন চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন। শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নতুন নতুন শিল্প কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন তেমনি এ সকল কারখানায় দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্তভাবে অপরিহার্য্য।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)'র এর উদ্যোগে গত ২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুপক্ষীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন ও দেশের শিল্পোদ্যক্তাদের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং মানসম্পন্ন পণ্য/সেবা উৎপাদনের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পোদ্যক্তা ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। তাছাড়াও তিনি প্রতি বছর ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছর ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ০৬টি ক্যাটাগরির বিভিন্ন উপখাতে মোট ২৮টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাাওয়ার্ড প্রদান করছে। তাছাড়া বাংলাদেশ এবারই প্রথম উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে বেগবানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮ প্রদানের উাদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সূচি পত্র

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং
০১	স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড	০১-০২
০২	জেনেসিস ফ্যাশন্স লিমিটেড	০৩-০৪
০৩	উইজডম এ্যাটর্য়াস লিঃ	০৫-০৬
০৪	ময়মনসিংহ এগ্রো লিমিটেড	০৭-০৮
০৫	স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ	০৯-১০
০৬	অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১১-১২
০৭	বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	১৩-১৪
০৮	এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিঃ	১৫-১৬
০৯	অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিঃ	১৭-১৮
১০	বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্	১৯-২০
১১	বিআরবি কেবল ইন্ডাঃ লিঃ	২১-২২
১২	ইফাদ অটোজ লিমিটেড	২৩-২৪
১৩	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	২৫-২৬
১৪	ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ	২৭-২৮
১৫	ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	২৯-৩০
১৬	ডিভাইন আইটি লিমিটেড	৩৩-৩৪
১৭	সা'দ মুছা ফেব্রিক্স লিঃ	৩৫-৩৬
১৮	কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিঃ	৩৭-৩৮
১৯	বঙ্গ বেকারস লিঃ	৪১-৪২
২০	সান বেসিক ক্যামিকেলস লিমিটেড	৪৩-৪৪
২১	মাসকো ওভারসিস্ লিঃ	৪৫-৪৬
২২	স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস	৪৯-৫০
২৩	অনন্যা কিন্ডার গার্টেন স্কুল	৫১-৫২
২৪	গৃহ সুখন বুটিকস	৫৫-৫৬
২৫	হামিম ল্যাসিক বিউটি পার্লার	৫৭-৫৮
২৬	প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	৬১-৬২
২৭	চিটাগাং ইউরিয়া ফাটিলাইজার লিঃ	৬৩-৬৪
২৮	খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	৬৫-৬৬
২৯	জাতীয় ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	৬৯-৭০
৩০	বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)	৭১-৭২
৩১	বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা)	৭৩-৭৪

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

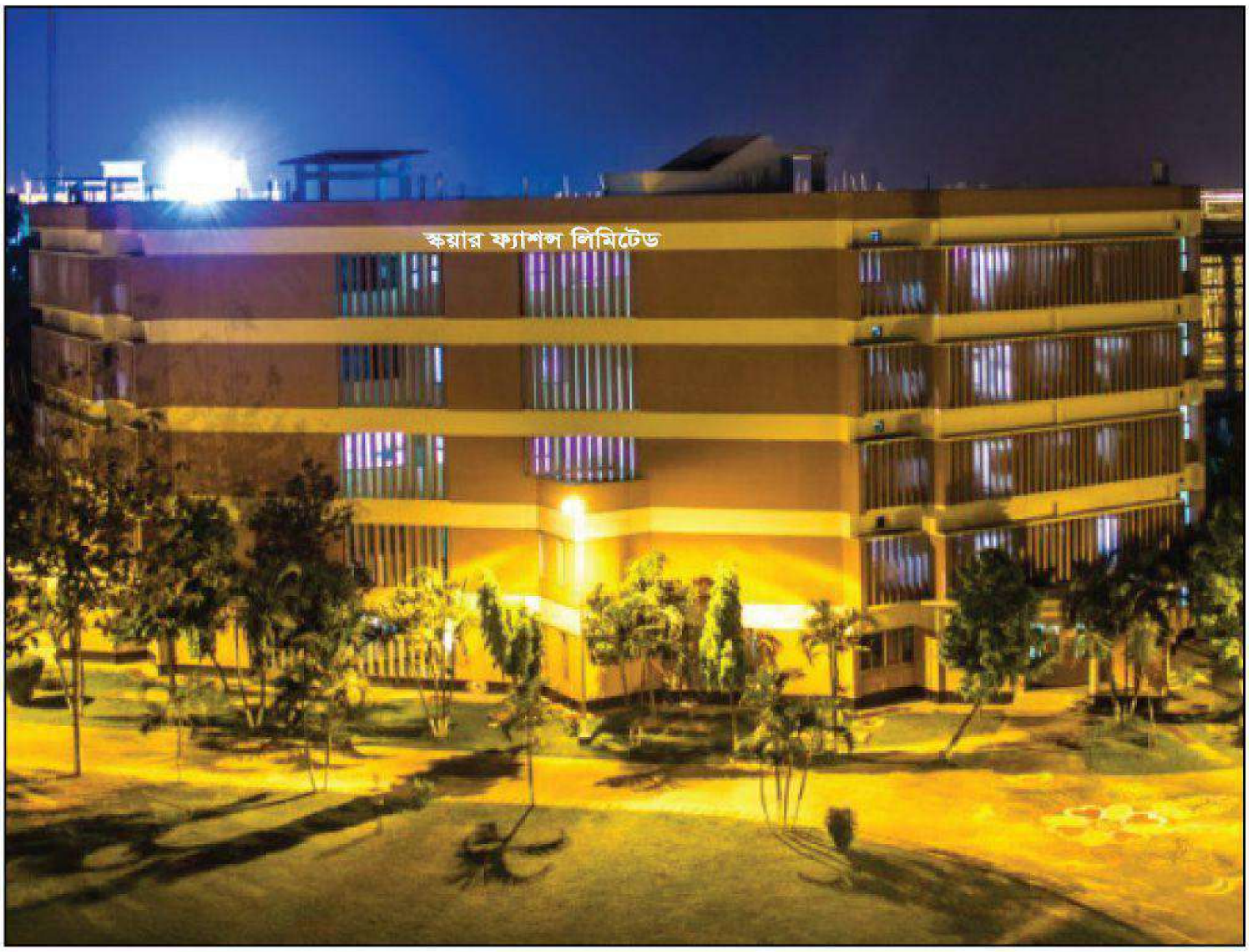

Sewing Floor

Design Studio
Square Fashions Ltd.

স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (টেক্সটাইল এন্ড আর এম জি)
প্রথম পুরস্কার

স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পোশাক প্রস্তুত করে বিদেশে রপ্তানি করছে। বর্তমানে প্রায় ১৫,৫৭৮ জন কর্মী প্রত্যক্ষ ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছে। দেশের প্রচলিত শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা সহ অন্যান্য প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধি বিধান অনুসরণ করে পরিচালিত স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড একটি শ্রম বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুপরিচিত শ্রমিকদের সকল আইনানুগ পাওনা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ অতিরিক্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও প্রদান করছে।

১. শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ফ্লোর।
২. বিনামূল্যে সকল শ্রমিক কর্মচারীদের দুপুরের খাবার এবং নাইট শিফটে রাতের খাবার প্রদান।
৩. বিনামূল্যে ডর্মেটরিতে প্রায় ২৪০০ শ্রমিকের ও কর্মচারীদের আবাসন প্রদান।
৪. বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা।
৫. ভর্তুকি মূল্যে পণ্য ক্রয় করার জন্য রয়েছে "ফেয়ার প্রাইস শপ"
৬. বিনামূল্যে শ্রমিকদের শতভাগ চিকিৎসা সেবা প্রদান।
৭. স্কয়ার হাসপাতালে শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের যেকোন চিকিৎসার ৫০ভাগ ব্যয় স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড বহন করে।

বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষার প্রতিও স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শ্রমিকদের জন্য রয়েছে গ্রুপবীমা, ভবিষ্যৎ তহবিল এবং কোম্পানির মুনাফায় অংশগ্রহন। ২০০৭ সাল থেকে শ্রমিকেরা এই মুনাফার অংশগ্রহণ পেয়ে আসছে। সামগ্রীকভাবে স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে যার ফলস্বরূপ কারখানার মাইগ্রেশন হার ২% এর নিচে রয়েছে।

স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড সার্বিক পরিবেশের সুরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ। কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য রয়েছে প্রতি ঘন্টায় ৩৩৫ মিটার কিউব ক্ষমতার বায়োলজিক্যাল বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট বা ইটিপি। উৎপাদন থেকে তরল বর্জ্য পানির এক-তৃতীয়াংশ পুনঃব্যবহার উপযোগী করে পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় (ডায়িং প্রসেসে) ব্যবহার করা হয়। ভুগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে ভবনের ছাদের বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের জন্য রয়েছে Rain water Harvesting Plant যার ধারন ক্ষমতা ২০ হাজার কিউবিক মিটার। উক্ত পানি ডাইং প্রসেস ও বয়লারে ব্যবহার করা হয়। বায়োডিগ্রেডেবল বা পচনশীল বর্জ্য ও কিচেন ওয়েস্ট দিয়ে সুনির্দিষ্ট ফর্মুলায় তৈরি করা হচ্ছে অরগানিক ফার্টিলাইজার।

স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড দেশের শিল্প ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ইং সালে পরিবেশগত জাতীয় পুরস্কার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উত্তম চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ "পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উত্তম চর্চা-২০১৭ পুরস্কার" এবং রপ্তানিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫-২০১৬ সালে "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)" পুরস্কার অর্জন করেছে।

SQUARE
Fashions Limited

GENESIS FASHIONS LTD.
A LEED PLATINUM CERTIFIED

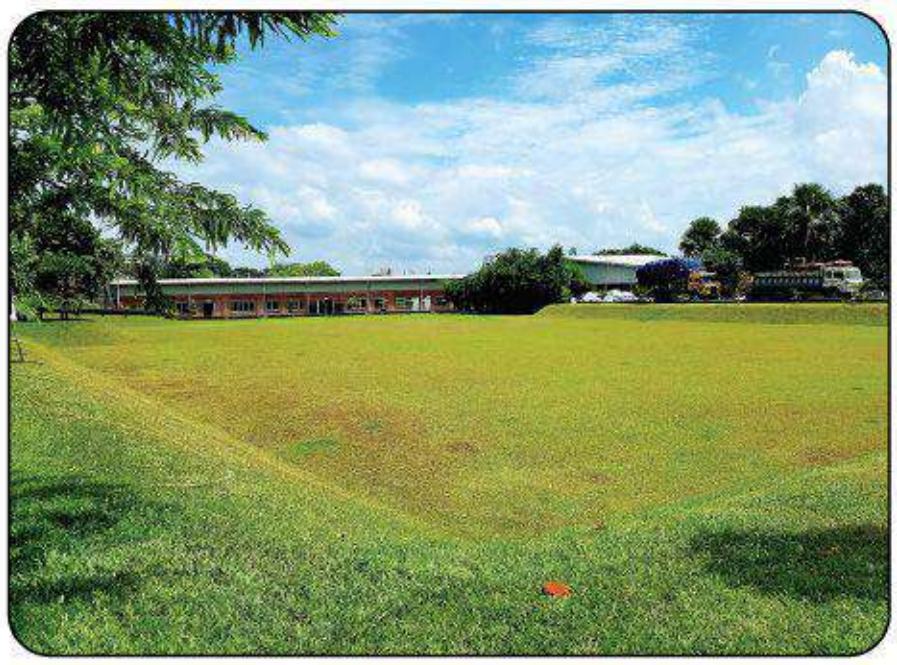

জেনেসিস ফ্যাশন্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (টেক্সটাইল এন্ড আর এম জি)
দ্বিতীয় পুরস্কার

জেনেসিস ফ্যাশন্স লিমিটেড, United States Green Council (USGBC) কর্তৃক "প্লাটিনাম" সনদপ্রাপ্ত (সর্বোচ্চ নম্বরধারীদের একটি), ১০০% রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্প কারখানা, যা ২০১৫ সাল থেকে এম এ্যান্ড জে গ্রুপের একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরু থেকেই এই কোম্পানি' সক্ষমতা এবং দক্ষতার সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তৈরী পোষাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন সেবা নিশ্চিত করেছে। ভোক্তা বা ক্রেতাদের জন্য উৎপাদিত পণ্য সেবার মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে এই কোম্পানি একনিষ্ট এবং সংকল্পবদ্ধ। "Passion Makes Inovation" স্লোগানে বিশ্বাসী হয়ে উদ্ভাবনী চিন্তাধারার মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন পোশাক প্রস্তুত, সততা ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসা পরিচালনা ও ক্রমাগত সক্ষমতা প্রসারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে এই কোম্পানী ২০০,০০০ বর্গফুটেরও অধিক জায়গা এবং ১৩১৯ টি বিশ্বমান (State of the art) সম্পন্ন মেশিন ব্যবহার করে বছরে ৬ মিলিয়ন সংখ্যক উচ্চ গুণগত মান সম্পন্ন ডেনিম (বটম) পোশাক উৎপাদন (কাট টু প্যাক) করে।

১১৩ জন ব্যবস্থাপনা কর্মী এবং ২০২২ জন শ্রমিকের সহযোগতিায় এই কোম্পানি বর্তমানের বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এ্যাপারেল তৈরীর কারখানার একটি যা বিশ্বের মোট ৪১টি দেশে এবং ইউরোপ, এশিয়া এবং কানাডার শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড যেমন- জি-স্টার নেদারল্যান্ড), ডিজেল (ইতালি), বেস্টসেলারস ডেনমার্ক ও চীন), এইচএনএম (সুইডেন), সি এ্যান্ডএ বেলজিয়াম ও জার্মানি), বিগ-স্টার (পোল্যান্ড), সেলিও (ফ্রান্স), ইউনাইটেড কালারস অব বেনেটন (ইতালি), এবং অস্টিন (রাশিয়া), কে সর্বোচ্চ গুণগত মান সম্পন্ন তৈরী পোষাক সরবরাহ করছে।

জেনেজিস ফ্যাশন্স লিমিটেড বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং ব্র্যান্ড যেমনঃ USGBC (ইকো সিস্টেম), Stichting Bangladesh Accord Foundation (অগ্নি-বৈদ্যুতিক-কাঠামোগত নিরাপত্তা), Business Social Compliance Initiative BSCI (সামাজিক সংলাপ), Recycle Claimed Standard-RCS (রি-সাইকেল), Global Organic Textile Standard-GOTS (অরগ্যানিক) দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এছাড়া ও সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে আই এল ও বি টি ই বি কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিজস্ব Registered Training Organization (RTO) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত প্রশিক্ষক দ্বারা অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা অর্জনের সুবিধা প্রদানের জন্য সর্বজন সমাদৃত হয়েছে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপর অবিচল থাকা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির অন্যতম সোপান হিসেবে বিবেচিত। পরিবেশ সূরক্ষার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি তথা বিশ্বমানের (State of the art) ইটিপি, উচ্চ ক্ষমতা ও নিম্ন প্রভাব সম্পন্ন কেমিক্যাল, উন্নত রেসিপি ও মেশিনের ব্যবহারের দ্বারাপ্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারহ্রাস, রি-সাইকেল ও রি ইউজ ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা পরিবেশের প্রতি সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করছি। তাছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি।

জন্মলগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি তার সকল শ্রমিকদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন-ভাতা হয়েছে যা স্থানীয় এলাকাবাসী ব্যবহার করে থাকে। এর দ্বারা আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখছি।

জেনেসিসে আমরা বিশ্বাস করি শুধুমাত্র মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনই নয় বরং সামগ্রিক ব্যবসায়িক মান সম্পন্ন তাই প্রয়োজনকে সুন্তুষ্টিতে রুপান্তরিত করে। তাই পণ্যের মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ফ্যাশন এবং আস্থা মাধ্যমে ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

M&J
PASSION MAKES INNOVATION

উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ

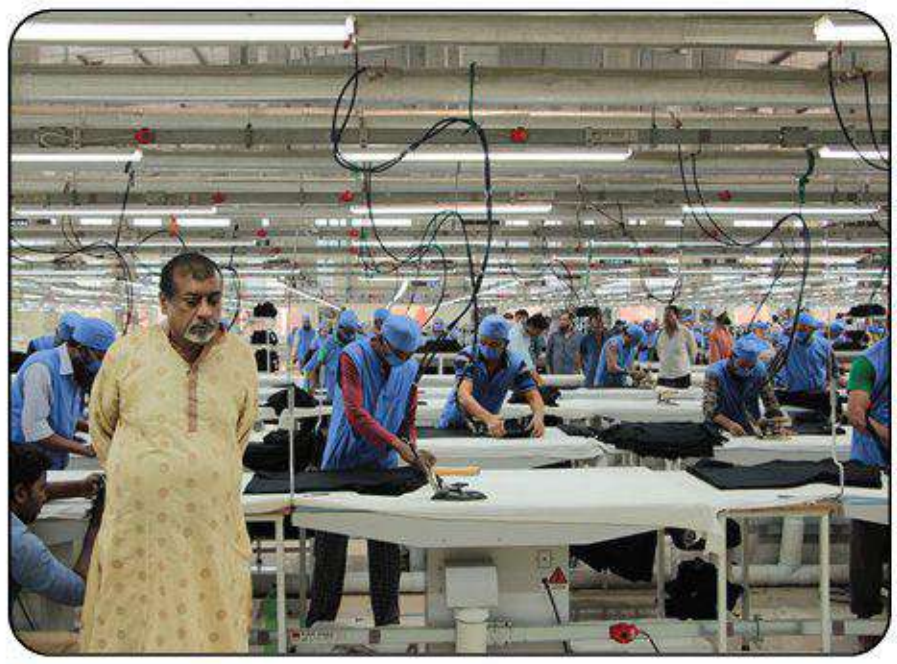

উইজডম এ্যাটয়ার্স লিঃ

বৃহৎ শিল্প (টেক্সটাইল এন্ড আর এম জি)
তৃতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের কারখানা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছিল, তা পাল্টে দিয়েছে - পোশাক শিল্পের উন্নত বর্তমানে গ্রীণ ফ্যাক্টরি । এই গ্রীণ ফ্যাক্টরি নির্মাণে বিশ্বে এখন শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। তারই ধারাবাহিকতায় "উইজ্ডম এ্যাটায়ার্স লিঃ (USGBC - United States Green Building Council কর্তৃক Certified গ্রীন নীট কারখানা) প্রতিষ্ঠিত হয় ।

এই দূরদর্শী পরিকল্পনার পেছনের কারিগর ছিলেন, নারায়নগঞ্জ তথা বাংলাদেশের ব্যবসা এবং ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রাণপুরুষ - জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান এমপি। তিনি ১৯৯৬ সালে দাপা, ইদ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জে "উইজ্ডম এ্যাটায়ার্স লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

"উইজ্ডম এ্যাটায়ার্স লিঃ এর উদ্যোক্তা জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান এমপি, নীটওয়্যার সেক্টর এর স্বপ্নদ্রষ্টা হলেও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, তারই সুচিন্তিত দিকনির্দেশনায় প্রতিষ্ঠা করেন BKMEA। তৈরি করেন হাজার হাজার নীটওয়্যার শিল্প উদ্যোক্তা এবং নিজেও এই "উইজ্ডম এ্যাটায়ার্স লিঃ এর মাধ্যমে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন যার স্বপ্নের বাতিঘর ছিল "উইজ্ডম এ্যাটায়ার্স লিঃ।

প্রতিষ্ঠালগ্ন শুরু থেকেই সুনামের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কারখানার নিকট অধিবাসীদের জন্য কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জাতিসংঘ ঘোষিত এস ডি জি ২০৩০ এর আলোকে পরিবেশবান্ধব নীতি অনুসরণ করে রপ্তানি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। যা একদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় রপ্তানি আয়ের ভলিউম কে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে। কারখানাতে বর্তমানে ৮০০ পুরষ শ্রমিক ,২৩০০ মহিলা শ্রমিক এবং ৫০ জন মিডলেভেল কর্মকর্তা কমরত আছেন।

কারখানার প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিকল্পিত নির্মান কাজের মাধ্যমে প্রতিটি উৎপাদন ফ্লোর ও অফিস এমনভাবে বিন্যস্থ করেছে যাতে সর্বত্র কারখানার সার্বিক নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করা হয়েছে। বায়ারগণের চাহিদা, শ্রম আইন ২০০৬, ফায়ার সার্ভিস রু-লস-২০০৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী অগ্নি নিরাপত্তার সকল নিয়মনীতি মেনে প্রতিষ্ঠানকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য এবং অগ্নি নির্বাপন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নই মূখ্য উদ্দেশ্য। কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, সতর্কতা, সচেতনা এবং সাহসিকতাই পারে অনাকাঙ্খিত অগ্নি দূর্ঘটনা থেকে প্রতিষ্ঠানের স্থাবর, অস্থাবর সকল সম্পত্তিকে রক্ষা করতে। কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাগণকে অগ্নি নির্বাপন ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আগুন ও আগুনের প্রকারভেদ, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহের পরিচয়, অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতি, অগ্নি কাণ্ডের কারণ, অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে । কারখানার ভবন নির্মান বা কোন ভবনে কারখানা স্থাপন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। এছাড়ার আমাদের সম্পূর্ণ কারখানায় স্মোক, হিট ও মাল্টি ডিটেক্টর দিয়ে অগ্নিজনিত যেকোন দুর্ঘটনার সংকেত সরাসরি প্যানেল বোর্ডের সাহায্যে জানা যায় এবং দুর্ঘটনার স্থানে সহজে পৌছানো সম্ভব। প্রত্যেক বিল্ডিং এর সিঁড়িতে রেলিং স্থাপন করা আছে। কখনও কোন অগ্নিকাণ্ড জনিত দুঘটনা হলে ফ্লোর থেকে বাহির হইবার জন্য ব্যবহৃত প্রত্যেকটি সিঁড়ি মজবুত। প্রত্যেকটি সিঁড়ি তাপ অপরিবাহী ও অগ্নি রোধক পদার্থ দ্বারা নির্মানকৃত। প্রত্যেক ফ্লোরে জরুরী বহিঃগমন পথ বিদ্যমান। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ভবন বা কক্ষে অগ্নিনির্বাপনী কর্তৃপক্ষ (ফায়ার সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) দ্বারা অনুমোদিত এবং স্বীকৃত পণ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমানে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রাদি মজুদ করা আছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

উইজ্ডম একটি আদর্শ নীট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ। শ্রমিক কর্মচারী যারা সন্তোষজনক ভাবে যোগদান কাল থেকে ০৬ (ছয়) মাস চাকুরীকাল সমাপ্ত করেছেন তারা বৎসর ০২টি উৎসব বোনাস পান। একটি ঈদুল ফিতর এবং অপরটি ঈদ-উল-আযহায়। তবে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের বেলায় স্ব স্ব উৎসব সময়ে অনুরুপ বোনাস দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বোনাসের পরিমান হল শ্রমিকের ক্ষেত্রে সর্বমোট বেতনের (Gross Salary) ৬৫% এবং কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে মোট বেতনের ৫০% যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় পরিবর্তন যোগ্য।

Pictorial View of Carbonated Soft Drinks Line

Company Location

Profile of Mymensingh Agro Limited

বৃহৎ শিল্প (খাদ্য)
প্রথম পুরস্কার

- Business Unit Name : MYMENSINGH AGRO LIMITED, Mulgaon, Kaligonj, Gazipur.
- Corporate Head Quarter : PRAN CENTRE, 105 Middle Badda, Dhaka12121.
- Year of constitution : 2009
- Total area : 16.3 acres.
- No. of Departments : 27 (Production & Common service)
- No of production lines : 12
- Total Manpower : 2436
- Permanent Staff : 127 (Male: 1066, Female: 151)
- Trainee & Internee : 1219 (Male: 581, Female: 638)
- Total Asset : Approximately 370 Crore (except P-1& Canteen Building)
- Phone connection : 88-02-9881792
- Fax No. : 88-02-8837464
- E-mail : prg@prangroup.com
- Web : www.pranrflgroup.com
- Company Identification No. : 9281015796
- Tax Identification No. : 0802007028
- Supreme Authourity. : CEO & Chairman
- Location : Mymensingh Agro Ltd. is located at Mulgaon. It is around 50 KM north-east of Dhaka, on the north bank of the river Sheetalakkha.
- PRAN export food products 140 countries all over the world.
- Mymensingh Agro Limited Achieve Certification Name: HACCP, GMP, HALAL, IMS, BRC
- Mymensingh Agro Limited participate in different kinds of CSR Activities.
- CSD Product Name : PRAN UP, POWER, Tango Oscar
- CSD Line Production Capacity : 55000 case/day.
- Hot fill Product Name : Frooto, Sundrop, Fazlee, Joy, Cool, PRAN Apple, Drinko Float, PRAN Litchi, PRAN Tamarind, PRAN Aloe Vera, Ice Tea, PRAN Fruit Cocktail, Basil Seed Drink.
- Hot fill Line Production Capacity : 30000 case/day.
- Drinks Product Name : Lassi, Active, Drinko.
- Drinks Line Production Capacity : 10000 case/day.
- Drinking Water Product Name : PRAN, Crystal, Blue, Joy, Oceana, Bay, Mount Fresh, All Time.
- Drinking Water Production Capacity : 50000 case/day.
- PSC Product Name : Koko, Sesame, P-Nut,Plus Plus, Freshin, Cocomilk, Koko Plus, Hand lollipop, Crazy Cow Lollipop, King Kong Lollipop.
- PSC Line Production Capacity : 1600 ctn/day.
- Wafer Product Name : Hurray, Premio, Jaggy, Crunchy.
- Wafer Line Production Capacity : 5500 ctn/day.
- Bakery Product Name : Bisk Club, Wonder, All Time Dry Cake.
- Bakery Line Production Capacity : Dry Cake-91000 ctn/day & All Time Ruti-10400 ctn/day.

স্কয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ
SQUARE
SQUARE

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ

বৃহৎ শিল্প (খাদ্য)
দ্বিতীয় পুরস্কার

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ দেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী স্কয়ার গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০১ সালে যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর অল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও সেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়। মানসম্মত পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার অভিপ্রায় থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ২০০৫ সালে ISO ৯০০১ স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করে। মান সম্পন্ন খাদ্য পণ্য উৎপাদন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বাজারে নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করে প্রতিষ্ঠানটি এই শিল্পে নিজেদের অবস্থান আরো শক্তিশালী করেছে। সম্প্রতি স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য ও/SO ২২০০০ স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করার পাশাপাশি ২০১৫ সালে প্রথম বাংলাদেশি কনজুমার পণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত সম্মান জনক USFDA অনুমোদন পায়।

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ 'রাঁধুনী', 'রুচি', 'চাষী' এবং 'চপস্টিক' নামে চারটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারজাত করছে। ভোক্তাদের হাতে খাঁটি এবং মানসম্পন পণ্য পৌঁছে দিয়ে দেশের অন্যতম ভোক্তা প্রিয় ব্র্যান্ড রাঁধুনী অর্জন করেছে দেশের লক্ষ কোটি মানুষের আস্থা। সাফল্যের সাথে অর্জন করেছে সেরা ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি। আধুনিক জীবন যাত্রায় রান্নাকে আরো সহজ এবং সুস্বাদু করতে বাজারে নিয়ে এসেছে রান্নার পূর্ণ সমাধান রাঁধুনী রেডিমিক্স এর পণ্যসম্ভার। বর্তমানে রাঁধুনী' ব্র্যান্ডের পণ্যসম্ভারে আছে গুঁড়ামশলা, মিক্সড মশলা, শস্যপণ্য, ভোজ্যতেল।

অন্যদিকে, রুচি ব্র্যান্ডে আছে রেডি স্ন্যাকস জাতীয় পণ্য যেমন চানাচুর, কুকিজ, ডালভাজা, ঝুরিভাজা, চাটনি, আচার এবং সস্। নতুন নতুন পণ্য আর স্বাস্থ্যসম্মত ও অনন্য স্বাদের মাধ্যমে রুচি ব্র্যান্ড ইতি মধ্যে তরুণ প্রজন্মের মন জয় করে নিয়েছে।

'চাষী' স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ এর অন্যতম একটি ব্র্যান্ড। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে চিনি গুড়াচাল সংগ্রহ করে 'চাষী' পণ্যবাজার জাত করা হয়ে থাকে। ফলে 'চাষী' পণ্যে অটুট থাকে অকৃত্রিম স্বাদ আর শুদ্ধতা।

'স্বাদ এবং পুষ্টির আস্থা' নিয়ে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ বাজারজাত করছে নতুন ইনস্ট্যান্ট নুডল্স ব্র্যান্ড 'চপস্টিক'। ক্যালসিয়াম, আয়রন, আয়োডিন ও প্রোটিন সমৃদ্ধ টেস্টিংসল্ট ব্যতীত 'চপস্টিক' ইনস্ট্যান্টনুডল্স শিশু ও স্বাস্থ্য সচেতন সকলের জন্য নিরাপদ। বর্তমানে ইয়াম্মি মাসালা, দেশী মাসালা ও টম ইয়ামক্ল্যাসিক এই তিনটি সুস্বাদু ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে।

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ দেশ ও দেশের বাইরে গুণগতমান সম্মত পণ্যের ক্রমাবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে সদাসচেষ্ট। আন্তর্জাতিক মানের এই পণ্য সম্ভার আজ ৩০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। গুণগত মানসম্মত নতুন নতুন পণ্য প্রতিযোগিতা মূলক দামে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তা সেবা নিশ্চিত করে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ দেশের খাদ্য পণ্যের বাজারে শক্তিশালী ও দৃঢ় অবস্থান করে নিয়েছে।

SQUARE
Food and Beverage Ltd.

Olympic
IN
OUT

BISCOTTI
Foodie
Nutty
ENERGY
ENERGY PLUS
TIP
Hello
First Choice

Courtesy By :
LAUNCHING
OLYMPIC
Heavy Duty Battery

অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (খাদ্য)
তৃতীয় পুরস্কার

অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মানসম্পন্ন বিস্কুট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং একটি কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়ান্ট কোম্পানি। এটি ২৬ শে জুন, ১৯৭৯ ইং তারিখে বেঙ্গল কার্বাইড লিমিটেড নামে নিবন্ধিত হয় এবং পরবর্তিতে ১৫ই জুন ১৯৯৬ ইং তারিখে অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮২ ইং সালের এপ্রিল মাসে ড্রাইসেল ব্যাটারী উৎপাদনের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৯৬ ইং সালের ডিসেম্বর মাসে কোম্পানি বিস্কুট উৎপাদন শুরু করে।

অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড-এর বর্তমানে মোট চারটি বৃহদাকারের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত কারখানা আছে, যেগুলি নারায়নগঞ্জ জেলাধীন মদনপুর, কুতুবপুর এবং ললাটিতে অবস্থিত। বিস্কুট, কেক, ড্রাইকেক এবং কুকিজ ছাড়াও কোম্পানিতে বিভিন্ন প্রকারের ক্যান্ডি, টফি, ওয়েফার, ইনষ্ট্যান্ট নুডলস, বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাকস ইত্যাদি কনফেশনারিজ পণ্য ও ড্রাইসেল ব্যাটারী, কার্টুন, প্লাষ্টিক ট্রে ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী তৈরী হয়।

সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতকল্পে অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর রয়েছে আইএসও ২২০০০ ও Hazard Analysis and Critical Control Program (HACCP) অনুমোদন। এছাড়া কোম্পানীর প্রতিটি পণ্যই বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস্ এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউট কর্তৃক অনুমোদিত। কোম্পানি প্রতি বৎসর শেয়ারহোল্ডারগণকে আকর্ষণীয় হারে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে। কোম্পানি বছরে প্রায় ৩ বিলিয়ন টাকা ভ্যাট, আয়কর ও শুল্ক বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে। ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অনেক দেশে কোম্পানির পণ্যসমূহ রপ্তানী করা হয়।

অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা ছাড়াও নিয়মিত বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ওয়েলফেয়ার ফান্ড ও গ্রাচুইটি সুবিধা ভোগ করেন। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরে কোম্পানির সকল কারখানায় সর্বত্র বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় এবং গ্রীষ্মকালে ওরাল রিহাইড্রেশন স্যালাইন সরবরাহ করা হয়। কারখানায় সার্বক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী টিম বর্তমান এবং স্থানীয় হাসপাতালের সহিত দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ২৪ ঘন্টা সুব্যবস্থা বর্তমান। কারখানার সকল শ্রমিক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মচারী কোম্পানি প্রদত্ত জীবন বীমা সুবিধার আওতাধীন। কোম্পানির প্রতিটি স্থাপনা বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। কারখানার বাতাসের মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতি তিন মাস অন্তর কারখানা সমূহে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অথরিটির মাধ্যমে অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

২০১৫ সাল থেকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে নিজেদেরে ব্যবসায় সংযুক্ত করে অলিম্পিক দেশের অন্যতম প্রথম একীভূত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষা খাতে ১০ টিরও অধিক প্রকল্প পরিচালনা ও বিভিন্ন অনুদান দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ ভোক্তা অধিকার সমিতির নারায়নগঞ্জ জেলা ২০১৫ সনে এবং আইসিএমএবি ও আইসিএসবি ২০১৭ সালে অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডকে সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ বিবিধ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিংস লিঃ কোম্পানীকে এএ+ ক্রেডিট রেটিং প্রদান করেছেন। বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের স্বাকৃতি স্বরূপ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) ক্যাটাগরি তে ২০১৫ সনের বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর প্রদানকারী হিসাবে ২০১০-২০১১ থেকে ২০১৫-২০১৬ কর বছর পর্যন্ত এবং খাদ্য ও আনুষঙ্গিক শিল্প খাতে ২য় বৃহৎ আয়কর প্রদানকারী হিসাবে ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৭-২০১৮ কর বছর পর্যন্ত অলিম্পিককে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্পখাতে অবদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সৃজনশীল পণ্য উৎপাদনের স্বীকৃতি স্বরূপ অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার, ২০১৭ লাভ করে।

BEXIMCO
PHARMA

BEXIMCO
PHARMA

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (কেমিক্যাল)
প্রথম পুরস্কার

'বেক্সিমকো ফার্মা' বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়ীক গোষ্ঠি বেক্সিমকো গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (বিপিএল) ঔষধ এবং ঔষধের উপকরণ (এপিআই) প্রস্তুতকারক একটি বাংলাদেশী সংস্থা। বেক্সিমকো ফার্মার যাত্রা শুরু হয় শিল্পপতি সালমান এফ রহমানের হাত ধরে ১৯৭৬ সালে। ২৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ ঔষধ কারখানায় ট্যাবলেট, ক্যাপ-সুল, লিকুইড, সেমি সলিডস, ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড, মিটার ডোজ ইনহেলার, ড্রাই পাউডার ইনহেলার, স্টেরিল অফথালমিক ড্রপস, প্রিফিলড সিরিঞ্জেস, ইনজেকটেবলস, নেবুলাইজার সলিউশনসহ বিভিন্ন ধরনের ঔষধ উৎপাদন করছে।

কোম্পানিটি ১৯৮০ সালে জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ঔষধ তৈরি শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে নিজস্ব ফরমুলেশন ব্র্যান্ড চালু করে। ১৯৮৫ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। ১৯৯২ সালে ঔষধের উপকরণ (এপিআই) প্রস্তুত শুরু করে। ১৯৯৩ সালে প্রথমবারের মতো রাশিয়ায় ফরমুলেশন পণ্য বিক্রি শুরু করে এবং প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০৩ সালে অ্যান্টি-রিট্রোভাইরাল (এআরভি) ঔষধ উৎপাদন শুরু করে। ২০০৫ সালে প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের (এলএসই) অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট মার্কেটে (এআইএম) তালিকাভুক্ত হয়। ক্লোরোফ্লোরো কার্বনমুক্ত এইচএফএ ইনহেলার চালু হয় বেক্সিমকোর কল্যাণেই।

বেক্সিমকো ফার্মা এখন দেশের ঔষুধ খাতের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক কোম্পানি। যা এখন পর্যন্ত সর্বাধিক পাঁচবার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (গোল্ড) অর্জন করেছে। এছাড়া বেক্সিমকো ফার্মা ইউএস এফডিএ, এজিএএস (ইউএই), টিজিএ অস্ট্রেলিয়া, হেলথ কানাডা ও টিজিএফডিএর মতো বিশ্বের প্রধান প্রধান ঔষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে বেক্সিমকো ফার্মা বাংলাদেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাজারে ঔষধ রপ্তানি শুরু করে। সম্প্রতি বেক্সিমকো ফার্মা লন্ডনে অনুষ্ঠিত স্ক্রিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ এ 'বেস্ট কোম্পানি ইন এন এমার্জিং মার্কেট' এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে কোম্পানিটি ৫০ টির ও বেশি দেশে ঔষধ রপ্তানি করছে।

বেক্সিমকো ফার্ম ক্রমাগতভাবে নিজের উৎপাদন সম্ভার বাড়িয়ে চলেছে এবং বর্তমানে ৫০০টিরও বেশি ঔষধ ভিন্নি ভিন্নি প্রকার ও মাত্রায় উৎপাদন করে থাকে যার মাধ্যমে অ্যান্টি বায়োটিক্স, অ্যান্টি হাই পারটেন্সিড, অ্যান্টি ডায়াবেটিক, অ্যান্টি ইরেট্রভাইরাল, হঁ-াপানি নিরামক ইনহেলার অন্যতম, বর্তমানে ডাক্তার, ফার্মাসিষ্ট, কেমিস্ট, মাইক্রো বায়োলজিষ্ট, প্রকৌশলী, এমবিএ ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাসহ প্রায় চার হাজার এর অধিক কর্মী রয়েছেন কোম্পানিতে।

BEXIMCO PHARMA here's to life

এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড

Agrovet Private Limited

এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (কেমিক্যাল)
দ্বিতীয় পুরস্কার

এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড হলো এসিআই লিমিটেড, বাংলাদেশ ও গোদরেজ এগ্রোভেট লিমিটেড, ভারত এর একটি যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান যা ২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশে এসিআই গোদরেজ ও উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণী খাদ্য জগতে একটি নির্ভরযোগ্য নাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এসিআই গোদরেজ বাংলাদেশের অত্যন্ত মানসম্পন্ন পোলট্রি ফিড. ফিশ ফিড, ক্যাটল ফিড ও এক দিনের মুরগীর বাচ্চা বাজারজোত করে আসছে। এই কোম্পানির লক্ষ্য হল প্রাণী খাদ্য জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও নির্ভরযে-াগ্যতার শীর্ষে যাওয়া এবং একটি আদর্শ কর্মক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রতিষ্ঠানটি কৃষকদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে বিশ্বমানের গবেষণা ও উনয়ন কেন্দ্র। বিগত ১৫ বছরে কোম্পানী গবেষণা ও উন্নয়ন, মানবসম্পদ দক্ষতা, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেশের দারিদ্র বিমোচন করছে।

সিরাজগঞ্জ এবং রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছে সুবিশাল ফ্যাক্টরি, যা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ বলে বিবেচিত। যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছরে ৪.৫ লাখ ম্যাট্রিক টন। যেখানে উৎপাদিত হচ্ছে মানসম্পন্ন, সুষম ও নিরাপদ ক্যাটল ফিড, পোলট্রি ফিড ও ফিশ ফিড। পঞ্চগড়ে রয়েছে কোম্পানীর নিজস্ব ব্রিডার ফার্ম যার ধারণক্ষমতা এক লাখেরও অধিক মুরগী। গাজীপুরে কোম্পানির নিজস্ব হ্যাচারিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাচ্চা ফুটানো হয়। এই হ্যাচারিতেহ মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার বাচ্চা ফোটানো যায়।

বর্তমানে এসিআই গোদরেজে ৪০০ এর অধিক প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী নিয়োজিত আছে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৯১৬ কোটি। বিগত তিন বছরে এসিআই গোদরেজ ৫৬ কোটি টাকারও অধিক ভ্যাট, ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি বিল সহ অন্যান বিল বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বিগত তিন বছরে প্রশিক্ষণ খাতে ১ কোটি ৩ লাখ টাকা এবং গুড এন্ড গ্রিন, সিএসআর ও নিরাপত্তা খাতে ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। গত বছর এয়ন হিত্তিটের এমপ্লই এনগেইজম্যানট জরীপে দেখা গেছে প্রতিষ্ঠানের এনগেজম্যানট স্কোর ৮৭% যা কর্মীদের কোম্পানির প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্বতা ও আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ।

২০১৭ সালে প্রাণী খাদ্য সেক্টরে এসিআই গোদরেজই প্রথম জিএমপি সার্টিফিকেশন অর্জন করে, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (বিএসটিকিউএম) কর্তৃক ঘোষিত কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট পুরস্কার এবং সোসাইটি ফর পাওয়ার ও এনার্জি প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করে, ২০১৮ সালে জাতীয় নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে গোদরেজ কর্তৃক ঘোষিত সেইফটি অ্যাওয়ার্ড অর্জন, ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সমিতি কর্তৃক ঘোষিত শ্রেষ্ঠ ক্রেতা পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে AA এবং স্বল্পমেয়াদি ST2 যা স্বনামধন্য ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান CRISL দ্বারা নির্ধারিত। প্রাণী খাদ্য সেক্টরে এসিআই গোদরেজ হচ্ছে প্রথম কোম্পানী যেটি HSBC ব্যাংক কর্তৃক ভালো ঋণ গ্রহীতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

সততা, দক্ষতা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে কাজ করে বাংলাদেশের ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে আজ এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড একটি উজ্জ্বল নাম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এসিআই গোদরেজ সর্বদা চেষ্টা করে যেন বাংলাদেশের খামারিদের সঠিক মূল্যে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করা যায়। পণ্যের উত্তরোত্তর মান উন্নয়নের নিরলস প্রচেষ্টাই আজ প্রতিষ্ঠানটিকে এই শক্ত অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীটির লক্ষ্য হল দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ করে প্রাণী খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করে দেশীয় অর্থনীতি বহুগুণে ত্বরান্বিত করা।

Allplast Banglades

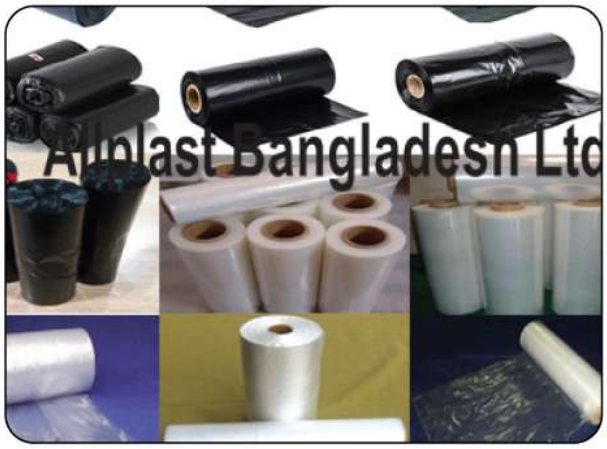
Allplast Bangladesh Ltd

Bangladesh Ltd

অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিমিটেড (এপিবিএল)

বৃহৎ শিল্প (কেমিক্যাল)
তৃতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় প্লাস্টিকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিমিটেড (এপিবিএল) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। এই প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। যারা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে উৎপাদন করে যাচ্ছে নানা রকম আধুনিক মান সম্পন্ন প্লাস্টিকজাত পণ্য। আর এসব পণ্য উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার মূলগাঁও গ্রামে রয়েছে এর নিজস্ব ফ্যাক্টরি- যা আরএফএল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক নামে সুপরিচিত। বৃহৎ এই শিল্প প্রতিষ্ঠান-টি তার দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মীবাহিনী, অত্যাধুনিক মেশিনারিজের মাধ্যমে স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামাল দিয়ে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২৬ হাজার মেট্রিক টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে। এসব পণ্য শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মাটিতেও সমানভাবে সমাদৃত। আর তাই তো বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় ৬০টি দেশে অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিমিটেড এর পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিমিটেড তার কাজের অবদান স্বরূপ অর্জন করেছে বিভিন্ন সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড। বাংলাদেশের মাঝারি শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) হতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৫ এবং বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম থেকে আটবার দেশের শ্রেষ্ঠ প্লাস্টিক সামগ্রী ব্র্যান্ড হিসেবে শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড পুরস্কার পায় তারা।

শুধু পণ্য উৎপাদন নয় এর পাশাপাশি একই গতিতে চলছে এই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদানসহ আশেপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান করছে। শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানসহ পলাশ থানাধীন সাধারণ জনগনের সুশিক্ষার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, যার নাম প্রাণ-আরএফএল পাবলিক স্কুল। এই স্কুলটি ছাড়াও একটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজী ও অংকের শিক্ষকের সামগ্রিক খরচ নির্বাহ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া, মসজিদ নির্মাণ ও এতিমখানায় আর্থিক সহোযোগিতাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলোতে অনুদান প্রদান করছে। বিশেষ দিবস গুলোতে যেমন- মে দিবস, পরিবেশ দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উদযাপনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করছে আর্থিক সহযোগিতা। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সড়ক এর সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা সহ এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়েছে নানারকম সামাজিক সচেতনতামূ-লক কার্যক্রমের পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠানটি আগামীতেও চালিয়ে যাবে তার সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অংশ নিবে আরো ব্যাপক পরিবেশ ও মানববান্ধব কর্মসূচিতে।

ALLPLAST BANGLADESH LTD

BSRM
Building a safer nation
01/24/2019
Main Gate

বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (ইস্পাত ও প্রকৌশল)
প্রথম পুরস্কার

স্টিল জগতের ইতিহাসে বাংলাদেশের সীমানায় বিএসআরএম একটি প্রিয় নাম। সুদীর্ঘ প্রায় ৬৭ বছর ধরে বিএসআরএম দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ এ পথচলায় মানুষের যে আস্থা ও ভালবাসা আমাদের উপর তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা করি এবং সে বিশ্বাস ভবিষ্যৎ দিনগুলোতেও যাতে অটুট থাকে সেজন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অবিরত ভাবে ছুটে চলা। অনেক চড়াই-উতরাই এবং মালিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিএসআরএম আজকে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের সাহায্য, সহযোগিতা, বুদ্ধি পরামর্শও আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সাথে সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমানে যে গতিশীল সরকার দেশ পরিচালনা করছেন সেজন্য আমরা অত্র সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করছি। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার যে প্রাণান্তর চেষ্টা বর্তমান মহাজোট সরকার অব্যাহত রেখেছেন, বাস্তবিকই তা সম্ভব বলে আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি এবং বর্তমান সরকারের অগ্রসরমান কর্মকান্ডের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরাও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সে লক্ষ্যে মিরসরাইস্থ সোনাপাহাড় নামক স্থানে বিশ্বের অন্যতম বড় ইনডাকশন ফার্নেস প্রযুক্তিতে বিলেট তৈরির কারখানা সাফল্যের সহিত চালু হয়েছে এবং তার পাশাপাশি এ বছর আরও একটি বিলেট তৈরির কারখানা সফলভাবে চালু হয় । এটি উৎপাদনে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে দেশে আমদানীকৃত বিলেটের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিঃ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এর প্রতিষ্ঠানকাল ১৯৫২ ইংরেজী সালে। এটি একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমরা কাঁচামাল সংগ্রহ করি। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিলেট এবং বিভিন্ন আকারের এম.এস রড, চ্যানেল-এ্যাঙ্গেল, স্কয়ারবার। বর্তমানে বিএসআরএম গ্রুপে প্রায় ২৯০০ (দুই হাজার নয় শতেরও) অধিক লোকের মত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন এবং আমরা নিকট ভবিষ্যতে আরও রি-রোলিং কারখানাসহ এলএনজি (LNG) ভিত্তিক ৩০০ মেঃওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজ সমাপ্ত হলে আরো কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। উল্লেখ্য যে, বিএসআরএম গ্রুপের বর্তমান বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৮,০০০ (আট হাজার) কোটি টাকার অধিক এবং বিগত তিনবছরে বিএসআরএম গ্রুপ ৩,৬০০ (তিন হাজার ছয়শত) কোটি টাকারও অধিক ভ্যাট, ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি বিল সহ অন্যান্য বিল বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিগত তিন বছরে বিএসআরএম প্রায় সাত কোটি টাকার অধিক জনকল্যাণে ব্যয় করে। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বাংলাবাজারস্থ বোরহানী বিএসআরএম স্কুল সম্পূর্ণ বিনাবেতনে গরীব ও দুঃস্থ শিশুদের বিগত এক দশক ধরে পাঠদান করে আসছে। বিএসআরএম গ্রুপ ইতিমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, বেষ্ট ব্র্যান্ড ট্রফি, বেষ্ট প্রেজেনটেড এ্যানুয়াল রিপোর্ট, বেষ্ট বিজনেস এ্যাওয়ার্ড (আইসিএবি), পরিবেশ পদক, এসসিবি-এফই সিএসআর, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকৌশল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারসহ অত্র প্রতিষ্ঠান নানান পুরস্কারে ভূষিত হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান গতি সমুন্নত রাখা ও তা ত্বরান্বিত করা তথা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য শিল্পায়নের বিকল্প নাই। কারণ, শিল্পায়ন ত্বরান্বিত না হলে দেশের শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের দরজা একদিকে যেমন বন্ধ হবে, অপরদিকে তেমনি বেকারত্বও বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন আরো প্রলম্বিত হবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতার অভাবে দেশের শিল্পায়নের গতি বাঁধাগ্রস্থ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে- চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অতিবজরুরী।

দেশের গর্ব নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু সেতু, মেঘনা গোমতী সেতু, শাহ আমানত সেতু, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার সেতুসহ অসংখ্য প্রধান প্রধান স্থাপনার সহযোগী হতে পেরে আমরা গর্বিত এবং পারমানবিক বিদ্যুৎ স্থাপনা (রুপপুর) সহ দেশের যেকোন ভবিষ্যৎ 'আইকনিক' স্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানের রড সরবরাহ করাকে বিএসআরএম চ্যালেঞ্জিং হিসেবে নিয়েছে। আশা করছি আপনাদের সবার দোয়া ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় বিএসআরএম সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

BSRM
innovating safety

BRB
বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
BRB

বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (ইস্পাত ও প্রকৌশল)
দ্বিতীয় পুরস্কার

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিদ্যুতায়নের কাজে অংশগ্রহনের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের জন্য রাজধানী থেকে কয়েকশত কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়া বিসিক শিল্পনগরীতে ১৯৭৮ সালে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ মুজিবুর রহমানের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধায় এবং তার সুযোগ্য পুত্র মোঃ পারভেজ রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনায় এই প্রতিষ্ঠানটি আজ দেশের সর্ববৃহৎ ওয়্যারস এন্ড কেবলস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৩৯৫৮ জন। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত ওয়্যারস এন্ড কেবলস ব্রিটিশ, জার্মান, আমেরিকান ও আইইসি স্ট্যান্ডার্ড সম্পন্ন এবং বিএসটিআই ও আইএসও ৯০০১: ২০১৫ সনদ প্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ক্ষমতা ওয়্যারস এন্ড কেবলস ৩১, ২২৩ মেট্রিক টন, এএসি, এসিআর কন্ডাক্টর ১৩,৮০০ মেট্রিক টন ও সুপার এনামেল্ড কপার ওয়্যার ১, ৮১৮ মেট্রিক টন, মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (এমসিবি) ২৪,০০,০০০ পিস, বৈদ্যুতিক পাখা ৯,০০,০০০ পিস। বেসরকারি পর্যায়ে দেশে সর্বপ্রথম বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ফাইবার অপটিক কেবল উৎপাদন করে বাজারজাত করছে এবং ২২০ কেভি এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ কেবল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মেশিনারিজ স্থাপন পূর্বক বর্তমানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন চলছে। এছাড়াও এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ কেবল উৎপাদন ৫০০ কেভি পর্যন্ত উৎপাদন করার জন্য প্লান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

প্রতিষ্ঠানটি এখন Certified হওয়ায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কেবল উৎপাদনে সক্ষম। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান রেখে আসছে, এর স্বীকৃতি স্বরূপ বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, ২০০৮-২০০৯, ২০১০-২০১১, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-১৮, ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য খাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় রপ্তানিট্রফি (স্বর্ণ) ও ২০০০-২০০১ সালে ব্রোঞ্জ ট্রফি অর্জন করে। রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ পারভেজ রহমান ২০১০,২০১১ ও ২০১৪ সালে সিআইপি রপ্তানি নির্বাচিত হন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৪ এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন এর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৪" প্রাপ্ত হয়। আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কিয়াম ছিরাতুন্নেছা মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের মাধ্যমে পরিচালনা করে আসছে।

YLAND
LANT
IFAD AUTOS LIMITED
ASHOK LEYLAND

ASHOK LEYLAND
IFAD

TOAST
TOAST
WAVY
WAVY
WAVY
EGGY
CHEESY BITES
STIX
Choco Chips

ইফাদ অটোজ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (ইস্পাত প্রকৌশল)
তৃতীয় পুরস্কার

১৯৮৫ সাল হতে ইফাদ অটোজ লিমিটেড বাংলাদেশে পরিবহন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে বাংলাদেশ রেজিষ্টার অব জয়েন স্টক কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অধীনে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডে নিবন্ধিত কোম্পানি হিসেবে "এ" ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে।

ইফাদ অটোজ লিমিটেড অশোক লেল্যান্ড ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের গাড়ী আমদানি, বিপণন করে আসছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব এজেন্ট ও বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যার মধ্যে এসি বাস, ডিলাক্স বাস,ট্রাক, ডাম্প ট্রাক এবং প্রাইম মুভার অন্যতম। এছাড়া জাপান-এর নিশানসহ অশোক লেল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে তৈরী হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন ও বাজারজাত করে আসছে। ইফাদ অটোজ লিমিটেড এসকর্ট লিমিটেডের ও অনুমোদিত পরিবেশক এবং ফার্মট্রাক ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের কৃষিট্রাক্টর, যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ নির্মাণ সরঞ্জাম এবং এর খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি ও বিপণন করে থাকে। ইফাদ অটোজ লিমিটেড যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গালফ ওয়েল ইন্টারন্যাশনালের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গালফ ওয়েল বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৪৯% ইকুইটি শেয়ার ক্রয় করেছে।

ইফাদ অটোজ লিমিটেড সারাদেশে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। সরাসরি বিক্রয়ে ২১টি বিক্রয় কেন্দ্র, ৯টি বৃহৎ সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ৩০টি সার্ভিস সেন্টার এবং ১১টি অফিস রয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১২০ টি পরিবেশক রয়েছে। ইফাদ অটোজ লিমিটেডের সম্প্রসারিত বিতরণ ব্যবস্থা, গ্রাহক কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিসেবার উন্নয়ন এবং বিপণন করণে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন সংযোজিত পণ্য ও সেবার সমাহার,ট্রাক অ্যাসেম্বিলি পান্ট, বডি বিল্ডিং প্ল্যান্ট এবং উন্নত গ্রাহক যে-াগাযোগ বৃদ্ধি ইফাদ অটোজ লিমিটেডের ধারাবাহিক বৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করছে। ইফাদ অটোজ লিমিটেডের লক্ষ্যই হলো টেকসই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের ক্ষমতায়ন।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার ধামরাইতে প্রতিষ্ঠানটি ভারী ট্রাক অ্যাসেম্বিলিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করে। যার উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ১০,০০০ ইউনিট। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস হতে প্রতিষ্ঠান ভারী ট্রাক বডি বিল্ডিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করে যেখানে একই সাথে ক্রেতাকে সকল সমাধান দেওয়া হয়, যার উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ৩,০০০ ইউনিট।

ইফাদ
মাল্টি প্রোডাক্টস লিঃ

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
Standard Bank Limited
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
Standard Bank Limited

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (অন্যান্য)
প্রথম পুরস্কার

দেশের সকল জনসাধারণকে আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান এবং স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও আন্তঃব্যাংকিং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদান ও একটি শক্তিশালী কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৯ সালের ৩ জুন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকিং শিল্পে একটি স্বনামধন্য নাম। এই ব্যাংকের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার হলেন-বাংলাদেশের প্রথিতযশা ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব, আদর্শ নেতৃত্বের অনন্য ব্যক্তিত্ব, লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল এর আন্তর্জাতিক পরিচালক জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ। ক্রমাগত ব্যবসা প্রসারের মধ্য দিয়ে ব্যাংকটি বাংলাদেশের আর্থস-ামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কল্যাণধর্মী বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি-মটেড একটি শীর্ষস্থানীয় ও বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা নিরন্তর।

Vision: To be a modern Bank having the object of building a sound National Economy and to contribute significantly to the Public Exchequer.

Mission: To be the best private commercial Bank in Bangladesh in terms of efficiency, capital adequacy, asset quality, sound management and profitability.

ব্যাংকের প্রায় ২৫০০ নিবেদিত কর্মীবাহিনী তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং পরিবেশে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সফলভাবে ব্যাংকের কার্যক্রমকে সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছে। ব্যাংকটি এ মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যে- এ ব্যাংকটি হবে গ্রাহক সেবায় নিবেদিত, কর্মতৎপর, কর্মসূচীতে প্রগতিশীল, লেনদেনে স্বচ্ছ, বিচার বিবেচনায় ন্যায়পরায়ণ, মননে ভবিষ্যমুখী, দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরপেক্ষ। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড বিদ্যমান মূল্যবোধ ও চলমান ধারার সাথে তাল রেখে এবং বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্ব (CSR) ও গুরুত্বের প্রতি সম্মানবোধ রেখে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গ্রীন ব্যাংকিং এর দিকেও ব্যাংক দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

সারাদেশে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এ পর্যন্ত অনলাইন ভিত্তিক ১৩৪ টি শাখা পরিচালনা করছে তন্মধ্যে ৯৬ টি শহুরে শাখা এবং ৩৮ টি গ্রামীণ শাখা খোলা হয়েছে। এ বছর আরও ৫ টি নতুন শাখা খোলা হবে। তাছাড়া স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে এ পর্যন্ত ২৫ টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট পরিচালিত হচ্ছে।

ব্যাংকের শতভাগ মালিকানায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এ 'স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস' খোলার পর নিউইয়র্কের জ্যামাইকা, ওজোনপার্ক, ব্রুলিন, ব্রুন, লসএঞ্জেলস ও বাফেলো-এ মোট ৭টি শাখা খোলা হয়েছে। বাল্যকাল থেকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ব্যাংক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য 'স্কুল ব্যাংকিং' কার্যক্রম চালু করেছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে হজ্জ ফি জমা গ্রহণ করে হজ্জ গমন ইচ্ছুকদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জনসেবার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাংকের প্রতিটি শাখা আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্পখাতের বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলসমূহ সংগ্রহ করে আসছে।

দেশের সকল পেশাদার মানুষের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক গ্রাহকবান্ধব বিভিন্ন ডিপোজিট স্কীম চালু করেছে। এসএমএস ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ২৪/৭ গ্রাহকসেবা প্রদান করছে। কর্পোরেট খাতের শিল্পে ব্যাংকটি বড় বড় বিনিয়োগ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগেরও অধিক এসএমই এবং কৃষিখাতে ঋণ প্রদান করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ২০১৮ সালে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও রেমিট্যান্সে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক Real Time গ্রাহক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ১৯ টি এডি শাখার মাধ্যমে ব্যাবসা পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তর থেকে বিদেশী দোর গোঁড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দিতে অফ-শোর ব্যাংকিং চালু হয়েছে। ব্যাংকিং জ্ঞান, দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।
ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ২০১৯ সালকে উৎকর্ষতার বছর (Year of Advancement) হিসাবে ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক ৫ টি নির্দেশক (Indicator) চিহ্নিত করেছে। যথাঃ

১. ৫,০০০ কোটি টাকা নতুন আমানত সংগ্রহ;
২. ৪,০০০ কোটি টাকার নতুন ঋণ প্রবাহ সৃষ্টি (ঋণের অন্তঃত ৫০% এসএমই খাত হবে);
৩. আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ৩০% ও রেমিট্যান্স ৫০% বৃদ্ধিকরণ;
৪. শ্রেণীকৃত ঋণের ৫০% হ্রাসকরণ;
৫. ঋণের নতুন শ্রেণীকরণ রোধ।

উপরোক্ত পাঁচটি নির্দেশক অর্জনের মাধ্যমে 'Together We Win' (সবাই মিলে জিতবো) এই ব্রত নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে-এটাই ব্যাংকের প্রত্যাশা।

Standard Bank Limited

BRITISH AMERICAN
TOBACCO
BANGLADESH

BRITISH AMERICAN
TOBACCO
BANGLADESH

BAT

বৃহৎ শিল্প (অন্যান্য)
দ্বিতীয় পুরস্কার

British American Tobacco Bangladesh (BATB) a subsidiary of BAT plc, one of the world's leading tobacco group operating over 200 markets, begun their journey in the country 108 years back as Imperial Tobacco and is engaged in sustainable initiatives in transforming tobacco to shape a future that provides consumers with more choice. The Company was amongst the first companies to be listed on both Dhaka and Chittagong Stock Exchanges ranking 2nd currently in terms of Market Capitalization.

Upholding such trusts, the Company last year contributed over BDT 19,133 crore as taxes to the National Exchequer, making it one of the highest taxpayers to the Government, a legacy held on over a long time. The Company further voluntarily aligned itself with Government's agenda on Sustainable Development Goals through one of its central policies i.e. Corporate Social Responsibility (CSR). Planting 4mln free saplings across the country each year since 1980, Bonayonis the largest afforestation program in the country by a private body.Since inception 99.7mln saplings have been planted which includes 200k saplings distributed in Rohingya Camps in Cox Bazar. Further to contribute in the Government's SDG the Company addressed the issue of water sanitation (Probaho) by installing 78 water filtrations in arsenic prone areas including 5 last year. Over 200,000 people are benefitted with 400,000 liters of water each day. Lastly the Company introduced solar panels (Deepto) in off-grid areas of Bandarban and Khagrachari changing the shape of the economy of that region, atotal of 2330 units of Solar Power were installed till date including 200 units last year. Hard work of 1453 people directly, approximately 38000 farmers, 1,300,000 retail networks across 5 trade marketing regions resulted insuch an endeavor.

The Company was recognized and awarded with many awards such as CMO Asia and World CSR Day; Asia Responsible Entrepreneurship Award; Bangladesh Innovation Award to name such a few. Over 35 more national and international awards were awarded for highest standard of Corporate Governance. Hence the above mentioned infers the stewardship of the Company in a sustainable and responsible way.

BRITISH AMERICAN TOBACCO
BANGLADESH

WALTON
WALTON

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

বৃহৎ শিল্প (অন্যান্য)
তৃতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, আইসিটি, হোম অ্যান্ড কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস পণ্য উৎপাদনের পথিকৃৎ। টাঙ্গাইলের শিল্পোদ্যোক্তা আলহাজ এস এম নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টায় ১৯৭৭ সালে শুরু হয় ওয়ালটনের পথচলা। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য পাঁচ ছেলে এস এম নূরুল আলম রেজভী, এস এম শামছুল আলম, এস এম আশরাফুল আলম, এস এম মাহবুবুল আলম এবং এস এম রেজাউল আলমের নেতৃত্বে ওয়ালটন পৌঁছে গেছে বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশে।

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গাজীপুরের চন্দ্রায় প্রায় ৭০০ একর জায়গায় গড়ে উঠেছে ওয়ালটনের সু-বিশাল অত্যাধুনিক কারখানা। যেখানে বিশ্বের লেটেস্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হচ্ছে রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, কম্প্রেসর, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সস, ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্ল্যায়েন্সস, ডাই-মোল্ড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস, হার্ডওয়্যার, এলিভেটসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১৮০০০ এর অধিক প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় মার্কেটে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার ৭৫% এবং এর বর্তমান বাজার মূলধন ৫,৯২১ কোটি টাকা। সারা দেশজুড়ে আমাদের ৩০২টি নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র এবং ৬৪ জেলায় ৭২ এর বেশি বিক্রয়োত্তর সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও ১০০০০ এর অধিক ডিলার এবং ডি-ষ্ট্রিবিউটর রয়েছে যাদের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিক্রয় করা হচ্ছে ।

ওয়ালটন কারখানার নিজস্ব এনভায়রনমেন্ট, হেলথ এবং সেফটি নীতিমালা রয়েছে যা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। রয়েছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা। কর্মীরা কাজ করেন মনোরম ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে। শুরু থেকেই ওয়ালটন শতভাগ কমপ্লায়ান্স মেনে চলছে। উচ্চমানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা প্রদানের জন্য ওয়ালটন আইএসও ৯০০১:২০১৫ এবং আইএসও ১৪০০১:২০১৫ সনদ পেয়েছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করায় ও এইচ এস এ এস ১৮০০১: ২০০৭ সনদ অর্জন করেছে। ওয়ালটনের সফলতা নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের বিবেচনায় সাকসেসফুল মডেল হিসেবে স্থান পেয়েছে ওয়ালটন।

ওয়ালটন গ্রুপের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর কার্যক্রম খুবই শক্তিশালী। প্রতি বছর লাভের একটি অংশ সরকারের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও অবদান রাখছে ওয়ালটন। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে। বিধবা-বয়স্ক ভাতাসহ দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এমনকি আর্থিক সহযোগিতাও অব্যাহত রয়েছে। নিয়মিতভাবে ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ওয়ালটন একটি প্রশংসিত নাম।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়ালটন বিভিন্ন পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। যার মধ্যে ২০১৮ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৫ সালের গোল্ডেন গ্লোব টাইগারস সামিট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, ক্রেতাসন্তুষ্টি অর্জনে গ্লোবাল ব্র্যান্ড এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৪ এবং ডিএইচএল-ডেইলি স্টার বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড-২০১৪ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় শীর্ষ ভ্যাট প্রদানকারী হিসেবে গত ৮ বছর ধরে ওয়ালটন প্রথম পুরস্কার পেয়ে আসছে।

'আমাদের পণ্য' স্লোগানটি বুকে ধারণ করে গর্বের সঙ্গে ওয়ালটনই প্রথম 'মেইড ইন বাংলাদেশ' বলার সাহস দেখিয়েছে। বাংলাদেশে তৈরি ইলেকট্রনিক্স এবং প্রযুক্তিপণ্য দিয়ে এবার বিশ্বজয়ের লক্ষ্য ওয়ালটনের। কারণ সময় এখন বাংলাদেশের, সময় এখন ওয়া-লটনের।

প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে
উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮

মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৩টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

DIVINE IT LIMITED
Customer. Commitment. Technology.

Divine IT Limited

মাঝারি শিল্প
প্রথম পুরস্কার

Divine IT Limited is an award winning flagship company engaged in IT consulting, System Integration, Software Development and ITES Services operating in the government and commercial enterprise market. We assist our clientele for enterprise-wide business process improvement and compliance management, providing the most comprehensive application to increase business performance at all levels and maximize industry-mandated compliance and corporate governance.

Divine IT has a team of dedicated technology addicts and Internet evangelist. Throughout the years of operations,

Divine IT has constantly sought to retain top professionals. Our passion for IT technology knows no bound and that passion drives us to realize a better solution through building superior design and dynamic solutions that enable the users to experience usability and functionality along with visual appeal.

Experience, ingenuity and an unparalleled strength in client communication and project management have gabled

Divine IT Limited, with the ability and reputation for guaranteed performance.

Year of establishment: 2005
Total staffs: 135

Certification

- CMMI L3
- ISO 9001:2008
- ISO/IEC 27001:2013

Awards

- 17th APICTA Merit Award (Retail & Supply Chain Management)
- BASIS National ICT Award (Retail & Supply Chain Management)
- BASIS National ICT Award (Government & Public Sector)
- National Productivity & Quality Excellence Award (Small Industry)

Competitive Advantages

Highly Skilled Manpower, Customer Centric Innovation, Quality Product Designing with 24/7 in house support center

Products

- PrismERP
- LinesPay
- OneBook Cloud ERP

DIVINE IT LIMITED
Customer. Commitment. Technology.

সা'দ মুসা ফেব্রিক্স লিঃ

I
YOU

সা'দ মুসা ফেব্রিক্স লিঃ

মাঝারি শিল্প
দ্বিতীয় পুরস্কার

সা'দ মুসা গ্রুপ দেশের অন্যতম একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী সমন্বিত (কম্পোজিট) বৃহৎ শিল্প গ্রুপ।
সা'দ মুসা ফেব্রিক্স লিমিটেড-১ উক্ত গ্রুপের একটি অন্যতম শিল্প প্রকল্প।

সা'দ মুসা গ্রুপের ভিশন:- সা'দ মুসা গ্রুপের কর্ণধার জনাব মুহাম্মদ মোহসিন ১৯৮২ সালে LOVE BANGLADESH: BUILD BANGLADESH দর্শন নিয়ে এ দেশের আপামর জনতার কল্যাণে জনকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, দূষণমুক্ত পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত ১০০% পণ্য সামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা করা।

প্রকল্পবাস্তবায়নে গৃহীত মিশনঃ-১। বিদেশী ক্রেতাদের বন্ধুসুলভ আচরণে আকৃষ্ট করেন, ২। ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবাদান ও তাদের চাহিদাপূরণ ৩। সবুজ প্রকল্প স্থাপন ও বাস্তবায়ন, ০৪। সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার পূরণ ও বাস্তবায়ন ৫। আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও পরিকল্পিত আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

সা'দ মুসা গ্রুপের আওতাভুক্ত শিল্প/প্রকল্পসমূহ:
০১। বর্তমানে এ গ্রুপের ২৮টি ভারী ও মাঝারী শিল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে চালু আছে।

০২। সা'দ মুসা শিল্পপার্ক: বন্দর নগরী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে ২০০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বহুমুখী শিল্প প্রকল্প। ২৫টি ভারীশিল্প,বর্তমানে ০৫ টি টেক্সটাইল উইভিং মিলে বাণিজ্যিক উৎপাদনে চলছে। উক্ত প্রকল্পটি BEZA কর্তৃক অধিগ্রহণে তালিকাভুক্ত রয়েছে।

০৩। **কর্মসংস্থান:** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেশী বিদেশী দক্ষ ও অদক্ষ প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কর্মী কর্মরত আছে।
০৪। পুরস্কার প্রাপ্তি ও অর্জন: জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ০২ (২০১১-১২ ও ২০১২-১৩) বার, সিআইপি (২০১৩, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৯) মোট ০৪ (চার) বার।
০৫। **সামাজিক নিরাপত্তা (সিএসআর):** ০৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়), ০৪ টি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং বেসরকারী বীমা কোম্পানী ও ব্যাংকের পরিচালক।
০৬। **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:** নিজ উপজেলায় শিল্পপার্কের আওতাধীন মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ, মাদ্রাসা ও সুপারমার্কেট প্রতিষ্ঠা করা।
০৭। **প্রতিষ্ঠার সন:** ২০০১ ইং, ০৪। রেজিস্ট্রেশন নং: ৩৪৫৪/২০০১।

০৮। **উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী:** ক) তুলা হতে সূতা, সূতা হতে কাপড় (Composite Textile) খ) ইয়ার্ন ডইট, ডাইং RMG ও হোম টেক্সটাইল সামগ্রী ইত্যাদি।

০৯। **বৈদেশিক ক্রেতাসমূহ:** 1. Maurice Phipllipes (UK) 2. Vanguard (UK) 3. Gaillard (UK) 4. S A Laregoute (France) 5. Doutex (Germany) 6. Ekkelboom (Netherland) 7. Lamaisom (Canada) 8. Ellos AB (Sweden).

QNS CONTAINER SERVICES LTD.
OOCL
NYK

EBIL-CY
HANJIN
P&O
LINES

কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিমিটেড

মাঝারি শিল্প
তৃতীয় পুরস্কার

কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিমিটেড বাংলাদেশের প্রথম ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোসমূহ বা আইসিডিসমূহের মধ্যে অন্যতম যা ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অদ্যবধি চট্রগ্রাম বন্দরের অপরিহার্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যে এবং দেশের নৌপরিবহন খাতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি আইসিডি যা ISPS, CTPAT, GSV এবং SO9001-2015 শীর্ষক বৈশ্বিক নৌপরিবহন (সংক্রান্ত) আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমপ্লাইয়েন্সের আওতায় সনদপ্রাপ্ত। এই আইসিডি বর্তমানে রপ্তানিতব্য তৈরি পোশাকসহ সব ধরণের রপ্তানি পন্য রিসিভিং, ওয়্যার হাউজিং, কনসলিডেশন, সর্টিং, স্টাফিং, শুল্কায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়াদি সমাপনান্তে কন্টেইনারজাত করে চট্রগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করছে। এছাড়া বর্তমানে ৩৭টি কন্টেইনারবাহিত এফসিএল আমদানী পণ্য নিজস্ব ইয়ার্ড হতে ডেলিভারি প্রদান করে থাকে।

জনাব নুরুল কাইয়ুম খান ১৯৭৯ সালে কিউএনএস এন্টারপ্রাইজ নামীয় সিএন্ডএফ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায়ী জীবন আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতালগ্ন থেকে বর্তমান সভাপতি। তিনি সোনালী ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন। তিনি চট্রগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সহ-সভাপতি এবং চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মেম্বার ও পরিচালক হিসেবেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বর্তমানে এফবিসিসিআই-এর অধীনে সামুদ্রিক বন্দর সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বন্দর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। তিনি ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে সেবা খাতের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিআইপি-প্রাপ্ত।

কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিমিটেড এর বিগত ১০ বৎসরের আমদানী, রপ্তানি ও খালি কন্টেইনার কার্যক্রমের বিবরণ:

বৎসর	আমদানী (টিউস)	রপ্তানী (টিউস)	খালি (টিউস)
২০০৯	০	১৭৭৬৫	৪২১৭৯
২০১০	১৪৪	১৭৮৮৬	৬৭৬৭৯
২০১১	১১৬৯	১৫৩৪৩	৬৯১২৮
২০১২	৩৪৫২	১২৪৪১	৭৪৬১৭
২০১৩	৬৭৬৪	১১২১৩	৭৭২৪৬
২০১৪	৬৭৭৮	১৬৬৪৬	৭১৬৯৫
২০১৫	৯৪৪৬	১৬৪২২	৬০৭৮৬
২০১৬	১১৯৩৩	১৪৭২৮	৬১০৪৭
২০১৭	১১১৩২	১৭৩০৮	৫২৫৭৫
২০১৮	৯০২৭	১৮৭৯৯	৫২২৫৩

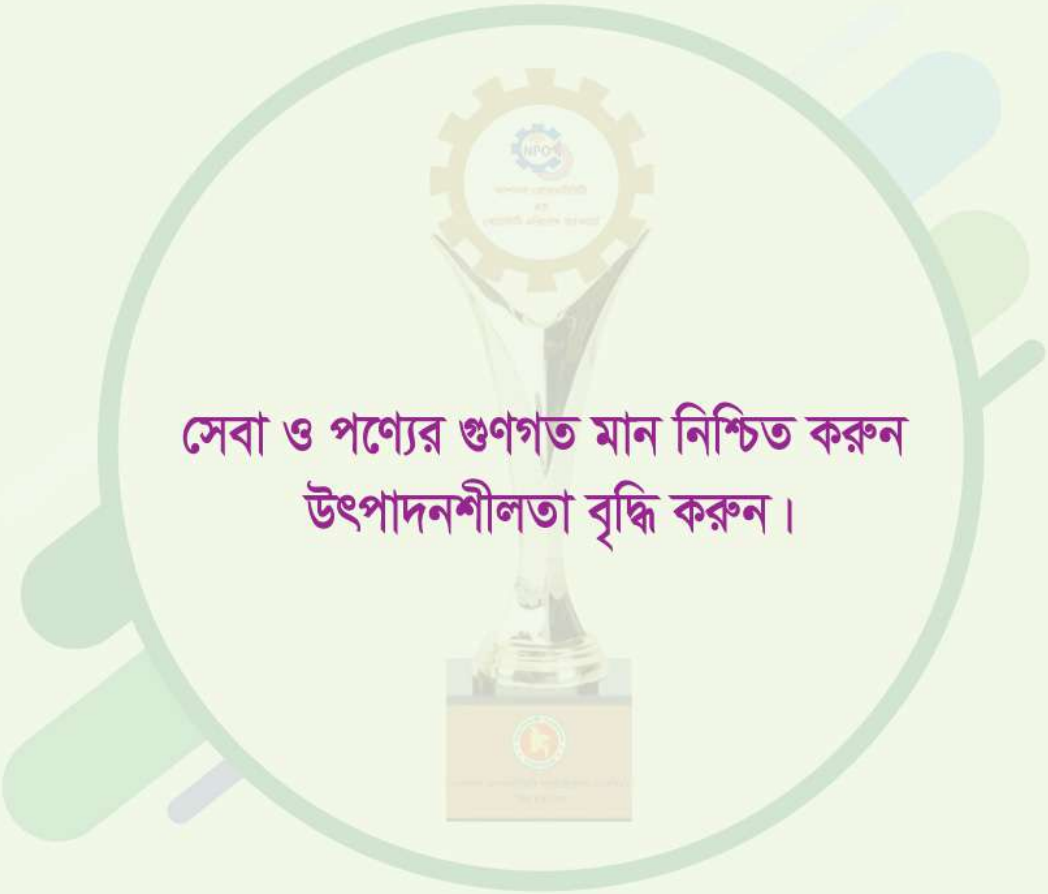

সেবা ও পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করুন
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮

ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৩টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

বঙ্গ বেকার্স লিমিটেড
কমলপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

BANGA BAKERS LTD.

ক্ষুদ্র শিল্প
প্রথম পুরস্কার

BANGA BAKERS LIMITED a company of PRAN-RFL GROUP is situated in Komolpur, Bhairab, Kishoreganj just opposite of Bhairab upozila. It's a rental factory established in 2010 with agreement of 10 years, This factory start production with Copcake and Layer cake under brand name of Tiffin cake. Now it has two Line named cake Line and sweet Line Manufacturing Sponge cake (Layer Cake) Plain cake and Laddu under the different brand named All Time, Villaggio, Snacker, Papa, Oliver, Wonder, Tiffin etc. Monthly production of Sponge cake (Layer cake) and Plain cake are 221 Ton and 265 Ton respectively. These products are not only supplied to the local Market in Bangladesh but also supplied to the export market in India, Nepal, Bhutan, Comoros and Maldives. There are 297 employees (Approx.) are working in different department named Cake Line, Sweet Line, QC, Admin, Distribution, Store, Maintenance, VAT and Accounts in this Factory. Plain Cake and Sponge are hard Baking product which are sweet in nature, Laddu is a frying product also sweet in nature. The cake Line has the following facilities to maintain the quality of product such as hand washing facilities with hand dryer, hand-bath and foot-bath for the sanitization of hand and foot, cloth washing facilities, pest killer in front of entry gate, air cooling system in packaging room, hourly floor cleaning facilities with sanitizer, expert packaging operator, UV-liht treatment of cake on conveyor belt, cake passing under Meter detector before packaging, UV-light treatment in packaging machine, egg sieving before using to cake, wheat flour sieving before using to cake. This Factory has an excellent quality management system as it is BSTI, IMS and HACCP certified company. In addition, This Company does branding and free sampling among school students in International Mother Language Day, Independence Day, and Victory Day in every year.

HABIGANJ INDUSTRIAL PARK

Glitter
SWIFT
Surjo
Ray
Glitter
bliss
LIVANA

Sun Basic Chemicals Ltd.

ক্ষুদ্র শিল্প
দ্বিতীয় পুরস্কার

Overview:

Sun Basic Chemicals Ltd. (SBCL) is one of the new comers in toiletries and cosmetic manufacturer in Bangladesh. SBCL is a concern of PRAN, leading packaged food and beverage manufacturer and exporting 142 countries of the globe. Considering huge market size and category expansion of this industry, SBCL has started its journey in 25th April'2014. Currently SBCL have 7 brands and 13 products in different categories like skin care, hair care, fabric care, utensil cleaning, toilet cleaning, floor-grass- surface cleaning etc. Factory is located in Habiganj Industrial Park (HIP), Olipur, Shahajibazar, Shaeytagonj at Habiganj district, Current production area of SBCL is 117,000 Sft. Currently total production capacity is 85 MT/ day. SBCL had started Export from July'17. Right now SBCL is exporting in India, Nepal, Bhutan, Maldives, Myanmar & Fiji. Major export items are Swift toilet cleaner, Glitter dish washing liquid, Gitter glass cleaner, Ray Washing powder.

Product Category of SBCL:

Category	Product	Brand
Skin Care	Beauty Soap	LIVANA
Skin Care	Petroleum Jelly	LIVANA
Hair Care	Shampoo	LIVANA
Hair Care	Coconut Oil	LIVANA
Skin Care	Hand Wash	Bliss
Fabric Care	Detergent Powder	Ray
Fabric Care	Detergent Powder	Surjo
Fabric Care	Laundry Bar	Surjo
Utensil Care	Dish Wash Liquid	Glitter
Utensil Care	Dish Wash Bar	Glitter
Utensil Care	Surface cleaner	Glitter
Home Care	Toilet Cleaner Liquid	Swift
Mosquito Repellent	Mosquito Coil	JOOM

মাসকো ওভারসিজ লিঃ
MASCO OVERSEAS LTD.
বাগহাটা, পালবাড়ী, নরসিংদী-১৬০৩।
NO CHILD LABOUR
RECRUITED IN THIS FACTORY

মাসকো ওভারসিস লিমিটেড

মাঝারি শিল্প
দ্বিতীয় পুরস্কার

পটভূমিঃ মাসকো ওভারসিস লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানি মুখী সেলাই-সুতা প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সেলাই-সুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি অন্যতম। সেলাই সুতার ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবং গুণগত মান বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ সাল হতে সেলাই সুতা উৎপাদন ও বাজার জাতকরণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম, দূরদর্শিতা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরী করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসা পরিচালনা এবং ক্রমাগত ব্যবসা প্রসারের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এ শিল্পকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে।

রূপকল্পঃ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকরণ এবং এই শিল্প সম্প্রসারণে সহযোগী হিসাবে অসামান্য অবদান রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই ও চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

অভিলক্ষ্যঃ মানসম্মত সেলাই সুতা উৎপাদন এবং স্থানীয় বাজারে বাজার জাতকরণের লক্ষ্যে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি ও কারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা প্রদান যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি রূপরেখা হিসেবে চলমান থাকবে। কারখানায় পরিবেশ সুরক্ষায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যের আন্তর্জাতিক গুণগত মান বজায় রাখা, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকায়ন করা, দক্ষ ও যোগ্য জনবল গড়ে তোলা এবং অধিকতর লাভজনক করা প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ব্যবস্থাপনাঃ মাসকো ওভারসিস লিমিটেড একটি সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ী জগতের বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব আহমেদ আরিফ বিলাহ উক্ত কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। যিনি সততা, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যথাযথ কমপ্লাইন্স অনুসরণ এবং সকল রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। যথাযথ প্রতিশ্রুতি পালন, অপচয় রোধ, প্রোডাকটিভিটি ও কাইজেন পদ্ধতি অনুসরণ করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
উৎপাদনশীলতার অঙ্গীকার।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮

মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ২টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস

স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস

মাইক্রো শিল্প
প্রথম পুরস্কার

এক সাহসী এবং সংগ্রামী উদ্যোক্তা মাসুদা ইয়াসমিন উর্মি ছোট বেলা থেকে লালিত স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গড়ে তোলেন 'স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস'। মাত্র ১৭ বছরে বিয়ে হওয়ার পর অনার্সসহ মাস্টার্স শেষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বেছে নিলেন লেদার ব্যবসাকে। ২০০৪ সালে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে কাঁচা চামড়ার ব্যবসা দিয়ে শুরু হয় তার যাত্রা। এরপর ২০০৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস' নামের লেদার ব্যাগ ফ্যাক্টরি। ২০১৩ সালে প্রথম মার্কেন্টাইল ব্যাংক তাকে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। সময়মত ঋণ পরিশোধ এবং ব্যবসার পরিধি বিবেচনা করে ব্যাংক পুনরায় তাকে ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। ২০১৫ সালে মোহাম্মদপুরে টোকিও স্কোয়ারে 'স্মার্ট লেদার' নামে একটি শো-রুম চালু করেন। এই শো-রুমে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত চামড়া তৈরি এক্সপোর্ট কোয়ালিটির অফিস ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট ও বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেট গিফট আইটেম বিক্রয় করা হয়। এছাড়া স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টসের উৎপাদিত পণ্য ঢাকার নিউ মার্কেট, বায়তুল মোকাররম মার্কেট, বসুন্ধরা সিটি, উত্তরা, গুলশান ডিসিসি, টপ টেন মার্ট, ক্রান্টনমেন্ট সিএসডি, খুলনায় সেফ অ্যান্ড সেভ এবং কুমিল্লাতে হোলসেলে বিক্রয় করা হয় এবং বিদেশেও রপ্তানি করা হয়ে থাকে। সফল পরিচালনার স্বীকৃতি স্বরূপ এসএমই ফাউন্ডেশন তাকে 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০১৬' প্রদান করে। দেশে বাণিজ্য মেলাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক মেলা, এসএমই মেলা IPU, CPU, BLLISS সহ বিভিন্ন মেলায় 'স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস' অংশগ্রহণ করে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি চীন, জাপান ও জার্মানিতে আন্তর্জাতিক মেলায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করে।

অনন্যা কিন্ডার গার্টেন স্কুল
(হাতে খড়ি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)
অনন্যা স্কুল

অনন্যা কিন্ডার গার্টেন স্কুল

মাইক্রো শিল্প
দ্বিতীয় পুরস্কার

অনন্যা কিন্ডার গার্টেন স্কুল একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কোমলমতি শিশুদের মেধা ও মন বিকাশে সহযোগিতা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার মিসেস আজিজা বেগম। শুরু থেকে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের কারিগর হিসেবে আজিজা বেগম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৯৮ সালে এক-দুই জন শিশুর শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু হয়। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি মতিঝিল এজিবি কলোণীতে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মাতৃস্নেহে সযত্নে শিক্ষাদানের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম শর্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। আর এই লক্ষ্যেই অনন্যা কিন্ডারগার্টেন স্কুল কোমলমতি শিশুদের জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমের মাধ্যমে পাঠদান করে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরোও আনন্দময় করে তুলেছে। এতে শিশুদের মেধা, মন ও মানসিকতায় বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটছে। প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রতিবছর অসংখ্য কোমলমতি শিশু স্বনামধন্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। পড়াশোনার পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানটি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে কোমলমতি শিশুদেরকে সাহায্য করে আসছে। এ সহশিক্ষা কার্যক্রমের ফলে শিশুরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার অর্জন করে আসছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের, দরিদ্র ও মেধাবী শিশুদের বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষা নিশ্চিত করে আসছে। দেশকে এগিয়ে নিতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ ও কোমলমতি শিশুদেরকে মনোরম ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আনন্দের সাথে পাঠদানে উৎসাহিত করে এর বিস্তৃতি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই-এটাই প্রতিষ্ঠানের মূলবাণী।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি
উন্নত দেশ গড়ি।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮

কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ২টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

গৃহসুখন
গৃহসুখন

GREEHO-SHUKHON

কুটির শিল্প
প্রথম পুরস্কার

Home of happiness we started our journey in 2005 with a view to develop the rural side of our country. It's a harsh truth that still in our country there is a significant percentage of people living below the poverty line. Our prime goal was to help the scenario by empowering the women from the very root level where the industries ware still not developed. We found many talented artists who had golden hands to make ethnic cloths. Before we started our operations there most of our people were either unemployed or dependent on seasonal agricultural activities. As a result, the village was almost unemployed in the lean season. Through handloom weaving the village has been able to generate work throughout the year. In our workshop in khulna we employed around 35 people of which almost 80% are women. To effectively run one loom, need 3 to 5 people, depending on the complexity of the design.We set up a clothing line and named it "greeho-shukhon'' for its purpose. All major weaving regions have been our priority, in terms of fabric including cotton, and silk and other variants as it is always. For weaving we use cotton, silk, jute, viscose and local wool. Also, we use hand-spun cotton, silk and lamb hair yarn. Khadi is the name for the hand spun cotton and silk yarns. These fabrics have been patterned with both trendy and traditional techniques and then ornamented with eeri, zardousi, sequin-work, cut-work, applique, embroidery, knot stitch, kantha stitch, satin stitch, tiendye, block print and screen print keeping the present flow in mind, we have used all basic colors in various shades and in special schemes.

Albeit Greeho-shukhon is not an officially fair-trade certified organization we adhere to fair trade principle and run responsible business. We pay fair wages and make sure good working environment which is also friendly. CSR is important for us and we are continuously seeking to improve our performance in this area. We support our workers in educating their children, initiate sport, programs and contribute to their healthcare. We wanted to spread out folk culture to all over the world. After 6 years of hard work we were finally able to export our sophisticated handmade products to JAPAN, FRANCE, GERMANY, UK, AUSTRALIA and SWEDEN in 2011 and from there we got very good response…we intend to extend our program and reach to more countries to introduce our fine ethnic items and culture.

রূপ থাকলে সাজিয়ে দেবো, না থাকলে গড়ে দেবো.....
হামিম
শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য
ল্যাসিক বিউটি পার্লার
নাওভাঙ্গা, শহীদ জামান সড়ক, গাজীপুর মহানগর। মোবা: ০১৭৮৯৯০২৮৪৮
হামিম
ল্যাসিক বিউটি পার্লার
হামিম
ল্যাসিক
হামিম
ল্যাসিক

হামিম ল্যাসিক বিউটি পার্লার

কুটির শিল্প
দ্বিতীয় পুরস্কার

"রূপ থাকলে সাজিয়ে দেবো, না থাকলে গড়ে দেবো" এই প্রত্যয়ে ২০১৩ সালে নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও রূপচর্চায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। সমাজে বিউটি পার্লারে নিম্ন মানের প্রোডাক্ট ব্যবহার করে অধিক মুনাফা অর্জন করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধেও আমরা অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত পণ্যের মান গুনগত আছে কিনা তা আমরা প্রথমে নিরূপন করে গ্রাহকের সেবা দিয়ে থাকি। কম মূল্যে ভালো সেবা গ্রাহকের কাছে পৌছানো আমাদের লক্ষ্য। আমরা সমাজের অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করি। শধু তাই নয় তারা যেন কাজ শিখে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা করতে পারে সেজন্য ঋণ দিয়ে থাকি। আমরা গড়ে তুলেছি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি, যার রেজিঃ নং- ৪৪, সমবায় অফিস গাজীপুর কর্তৃক নিবন্ধিত। ২০১৫ সাল থেকে আমরা পুরুষদের রূপ চর্চার জন্য আরো একটি প্রতিষ্ঠান হামিম জেন্টস্ পার্লার শুরু করেছি।

হামিম ল্যাসিক বিউটি পার্লার আজ গাজীপুরে প্রশংসিত একটি প্রতিষ্ঠান। যার জন্য অনেক সনদ পেয়েছি। আমরা চাই সমাজে পার্লার ব্যবসায় অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক। সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারের নীতিমালা মেনে কাজ করুক। এ জন্য এই ব্যবসার জন্য একটি সঠিক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সবিনয় অনুরোধ রইল। আমাদের লক্ষ্য পূরণে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে
উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৩টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প
প্রথম পুরস্কার

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ইংল্যান্ডের জেনারেল মোটরস-এর কারিগরী সহযোগিতায় চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডে ১৯৬৬ সালে ব্যক্তি মালিকানায় গাড়ী সংযোজন কারখানা 'গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাতের অকৃত্রিম স্পর্শে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল) নামে জাতীয়করণ করা হয়। এটি বাংলাদেশে গাড়ী সংযোজনকারী একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ড বাস ও ট্রাক সংযোজন ও সরবরাহ করে দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত সড়ক পরিবহন সেক্টরের উন্নয়নে এককভাবে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে জাপানের মিৎসুবিসি, নিশান ও ইসুজুসহ ভারত, চীন, কোরিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ীর সিকেডি আমদানীপূর্বক সংযোজন ও বাজারজাত করে আসছে। ১৯৮২-৮৩ সালে মাত্র ১০% ডাউন পেমেন্ট ও অবশিষ্ট মূল্য ২৪/৩৬টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে দরিদ্র জনসাধারণের নিকট বাস, ট্রাক সরবরাহ করে দেশে সর্বপ্রথম মাইক্রো-ক্রেডিট অর্থনীতির সূচনা করে। এতে বেকারত্ব নিরসন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রগতি অসামান্য অবদান রাখে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন মডেলের প্রায় ৬০,০০০ ইউনিট গাড়ী সংযোজনপূবর্ক স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেছে।

বর্তমান অবস্থা ঃ বর্তমানে জাপানের মিৎসুবিসি মোটরস কর্পোরেশন পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) জীপ, ভারতের মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র লিঃ এর মাহিন্দ্র স্কর্পিও এসইউভি জীপ, মাহিন্দ্র স্কর্পিও ডাবল কেবিন পিকআপ, চীনের ফোর্ডে অটোমোবাইলস কোং লিঃ এর ল্যান্ডফোর্ট এসইউভি জীপ, লায়ন এফ-২২ ডাবল কেবিন পিকআপ এর সিকেডি আমদানী ও সংযোজনপূবর্ক স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করছে। তাছাড়া পিআইএল মিৎসুবিসি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ, টয়োটা এ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস ইত্যাদি সিবিইউ অবস্থায় আমদানী করে বাজারজাত করছে। বিগত ১০(দশ) বছর ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য হারে মুনাফা অর্জন করে প্রতিবছর রাজস্ব খাতে গড়ে প্রায় ১৭০.০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে আসছে।

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প
দ্বিতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের সৌন্দর্যের লীলাভূমি পাহাড়-সাগর বেষ্টিত চট্টগ্রাম। আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে কর্ণফুলী নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ (CUFL) কর্ণফুলী নদীর মোহনায় আনোয়ারা উপজেলাধীন রাঙ্গাদিয়া নামক স্থানে অবস্থিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ প্রিল্ড ইউরিয়া সার উৎপাদনের লক্ষ্যে CUFL কারখানাটি স্থাপন করে। প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত সার বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে CUFL কারখানাটি স্থাপন করা হয় এবং সেভাবে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। বেশ কয়েক বছর সফলভাবে উৎপাদন এবং উৎপাদিত সার রপ্তানি করার পর অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে উৎপাদিত সার দেশেই ব্যবহার করা হয়। এখানে উলেখ্য যে, CUFL এর উৎপাদিত প্রিল্ড ইউরিয়া আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হওয়ায় কৃষকদের মাঝে এই সারের চাহিদা অত্যন্ত বেশী।

১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে CUFL কারখানার কন্সট্রাকশন কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৭ সালের ২৯শে অক্টোবর কারখানায় পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে CUFL বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কারখানাটির জেনারেল কন্ট্রাক্টর মেসার্স টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, জাপান। অ্যামোনিয়া প্ল্যান্টের প্রসেস লাইসেন্সর M.W Kellog ,USA বর্তমানে কইজ, USA এবং ইউরিয়া প্ল্যান্টের প্রসেস লাইসেন্সর TEC-MTC-'D' Improved, Japan. CUFL -এর স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১০০০ মে. টন অ্যামোনিয়া এবং ১৭০০ মে. টন ইউরিয়া অর্থাৎ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ৩,৩০,০০০ মে. টন অ্যামোনিয়া এবং ৫,৬১,০০০ মে. টন ইউরিয়া (বছরে ৩৩০ দিন চালু হিসেবে)। CUFL কারখানাটি প্রায় প্রতি বছরই নির্ধারিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ (CUFL)। ইহা একটি লাভজনক কারখানা এবং ইতোমধ্যে সমস্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। সার উৎপাদন করে আমদানী হ্রাসের মাধ্যমে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে এবং কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে সরকারের টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই কারখানা মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড
বাংলাদেশ নৌ বাহিনী

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প
তৃতীয় পুরস্কার

খুলনা শিপইয়ার্ড ১৯৫৭ সাল থেকে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ শুরু করে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এ প্রতিষ্ঠানটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নব্বই দশকের শেষের দিকে অধিকাংশ সময় প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্যভাবে লোকসান করতে থাকে। ফলে সংস্থাটিকে রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করতঃ প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের নিকট হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ০৩ অক্টোবর ১৯৯৯ সালের প্রায় ১০০ কোটি টাকা দেনাসহ খুলনা শিপইয়ার্ডকে পরিচালনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকারের দূরদর্শিতা সম্পন্ন দিক নির্দেশনা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সংস্থাটি তার পূর্বের সব দেনা পরিশোধ করে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতকারী একটি স্বয়ংসম্পূর্ন প্রতিষ্ঠান।

ISO ৯০০১:২০০৮ সনদ প্রাপ্ত খুলনা শিপইয়ার্ড তার ভৌত অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণসহ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করেছে। শিপইয়ার্ড সুপরিকল্পিত আধুনিকায়নের পাশাপাশি নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করছে। এই ইয়ার্ড বর্তমানে আন্তর্জাতিক Classification Society যেমন Lloyds Register, Class NK, Chinese Classification Society (CCS), Germanischer Lloyd এবং Bureau Veritas এর তত্ত্বাবধানে জাহাজ নির্মাণ করেছে। এরূপ অনন্য সাফল্য, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল, দেশের জনগণের মনোবল বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, সেবা ও উল্লেখযোগ্য পরিমানে আয়কর প্রদানসহ বহিঃবিশ্বে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি লাভ করে। এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ অত্র প্রতিষ্ঠানকে ''ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৩'' এর এ ক্যাটাগরিতে বৃহৎ শিল্পে ২য় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) হতে Best Corporate Award-2012, বিজনেস এশিয়া হতে Most Respected Company Awards-2013 ও Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) হতে Best Copporate Award-2014 এবং বিজনেস এশিয়া সিঙ্গাপুর হতে Business Excellence Award Singapore-2014 সহ একাধিক Award অর্জন করেছে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি
স্বনির্ভর দেশ গড়ি।

ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮
এর জন্য নির্বাচিত ৩টি
ট্রেডবডির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

SEMINAR ON
"Basic Industrial Engineering for Light Engineering Sector"
Chief Guest
Md. Mostaque Hassan, NDC
Special Guest
Md. Mustafizur Rahman
Provided by
Mirza Nurul Ghani Shovon, CIP

জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)

ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট
প্রথম পুরস্কার

জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সংগঠনটি ১৯৮৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর সহযোগী সংগঠন।

বাংলাদেশের সার্বিক শিল্পায়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতের অবদানকে আরও শক্তিশালী, গঠনমূলক ও অর্থবহ করে তোলার জন্য এই সংগঠনটির সৃষ্টি হয়েছিল।

সৃষ্টিলগ্ন হতে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে শিল্প সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা নিরূপন ও সমাধানের ব্যাপারে সরকারকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে আসছে। সেই সূত্র ধরে বর্তমানে নাসিব জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ, জাতীয় শিল্প বিষয়ক পরামর্শক কমিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক কমিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, এসএমই ফাউন্ডেশন, ইন-ফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয়ের জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ, জেলা বিসিক শিল্প নগরী ভূমি বরাদ্দ কমিটি সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করছে।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন এসোসিয়েশন, চেম্বার ও সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে নাসিব একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। নাসিব এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে সারাদেশে নাসিবের জেলা শাখাগুলোর সহযোগিতায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং নাসিব যৌথভাবে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে।

নাসিব সারাদেশে সার্বিক শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে ক্ষুদ্র, মাঝারী ও কুটির শিল্প খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা সহ এই সেক্টরের উন্নয়নে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও দেশে এবং বিদেশে উদ্যোক্তাদের জন্য নিয়মিত মেলা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহযোগিতায় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সুইসকন্ট্যাক্ট এর সাথে যৌথভাবে প্রাথমিকভাবে ছয়টি (০৬) জেলায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন, শোভন কাজ ও শ্রম অধিকার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ফিন্যান্সিয়াল লিংকেজ ইত্যাদি প্রোগ্রামগুলো অত্যন্ত সফলতার সাথে আয়োজন করে আসছে। এছাড়াও ILO, Action Aid Bangladesh এর সাথে বিভিন্ন ধরণের Workshop ও Awareness program আয়োজন করে আসছে।

সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারর এটুআই (a2i) প্রোগ্রাম এর সাথে প্রাথমিকভাবে সারাদেশের ১০০ টি উপজেলায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন , জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষানবীশ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য আগামী পাঁচ (০৫) বৎসরের জন্য সমঝোতা স্বাক্ষর সম্পন্ন করে।

নাসিব ও ন্যাশলাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) যৌথভাবে সারাদেশে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, সেমিনার, গোল টেবিল আলোচনা এবং ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় র‍্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করে আসছে যাতে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসটি একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিনত হয়। উপরোক্ত কার্যক্রম প্রতি বছর সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাসিব এবং এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জাতীয় সংগঠন হিসেবে নাসিব তার সকল কার্যক্রম সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত এস-ডিজি-২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করে চলছে।

BKMEA
BKMEA

BKMEA TRAINING INSTITUTE

বাংলাদেশ নিট পোশাক প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানি কারক সমিতি (বিকেএমইএ)

ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট
দ্বিতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশ নিট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) বাংলাদেশের নিটওয়্যার খাতের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সর্বোচ্চ বাণিজ্য সংস্থা। ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭০টি নিটওয়্যার কারখানা নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে ২২১৮ এর উপরে সদস্য কারখানা রয়েছে যারা বিশ্বেও প্রায় ১৬৫টি দেশে বিভিন্ন ধরণের নীট পোশাক রপ্তানি করছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক শিল্প, এর মধ্যে বাংলাদেশের নিট তৈরি পোশাক শিল্প অন্যতম প্রধান শিল্প হিসেবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সালে, যেখানে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। তৈরি পোশাক খাতের প্রাথমিক পর্যায়ে ওভেন খাত জাতীয় রপ্তানি আয়ে সর্বোচ্চ অবদান রাখে। ১৯৯৭ সালের পর রপ্তানি আয়ের পুন:বিবেচনায় দেখা যায় নিট তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান শক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় রপ্তানি আয়ে নিট খাতের অবদান ৪১.৪২ শতাংশ। এই খাতের স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাকওয়াড দ্বারা পরিচালিত।

বাংলাদেশের তৈরি নিট পোশাক রপ্তানির প্রধান বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বিকেএমইএ, বর্তমান পরিচালনা পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তৈরি নিট পোশাকের টেকসই বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে প্রচলিত বাজারের বাহিরেও নতুন বাজারে পণ্য রপ্তানির জন্য বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিকেএমইএ নতুন বাজার তৈরির অংশ হিসেবে নতুন বাজারে নিট পণ্যের মেলা ও প্রদর্শনী এবং উক্ত দেশসমূহের বিভিন্ন সংস্থা ও সমিতির সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিকেএমইএ কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি বিকেএমইএ যেসব দেশসমূহে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে সেসব দেশসমূহ হলো : রাশিয়া, জাপান, ল্যাটিন আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত ও শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি।

'Working Today to Shine Tomorrow' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিকেএমইএ দেশের নিটখাত তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বজায় রাখার জন্য দেশের ৯ টি বিভাগে প্রায় ২২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে।

BKMEA
Working Today to Shine Tomorrow

6th BAPA foodpro
INTERNATIONAL EXPO
25-27 October 2018
Bangabandhu International Conference Center (BICC)
Dhaka, Bangladesh
Concurrent Shov
5th
Rice & Grain
Tech Expo
Bangladesh
"MEET THE PRESS"
22 October, 2018
VIP Lounge, National Press Club, Dhaka, Bangladesh
Organized by:
BAPA

Bangladesh Agro-Processors' Association (BAPA)

ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট
তৃতীয় পুরস্কার

Bangladesh Agro-Processors Association (BAPA) is a non-profitable trade organization of agro processing sector in Bangladesh. Which was established in 1998 with a small number of agro processors. In that time 13 agro-processing companies were founder members of association and Late Maj Gen Amjad Khan Chowdhury (Retd), CEO of PRAN-RFL group was the founder of the Association. Now it's active members are 292 and export value 371 Mill US$ in 2017-2018 where it was only 19.39 mill US$ in 2005-2006. At present the contribution of agro-processing sector in the GDP of the country is about 1% that should be increased in future. Now agro processed products are exporting in 144 countries and BAPA has emphasized of Good Agriculture Practices (GAP) among the farmers, establishing of Training Institute, Research & Development (R & D) center and ultra-modern Lab in Bangladesh.

BAPA hopes for the expansion of agro-processing industries throughout the country, more export in billion US$ like Thailand & India, establishment of training institute, agro-processing Zone, separate ministry for development of skilled employees, technical & business information, innovation and sustainable development of technology and related products, R & D facilities and an ultra-modern Lab organized by BAPA for testing of all kind of food products. It is possible if Government and foreign investors can take necessary steps.

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি
এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, মহাখালী বা/এ ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ ১৮/ই, লেক সার্কেল, কলাবাগান পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫	২য়
০৩	স্টীল/বিএসআরএম লিমিটেড আলী ম্যানশন ১২০৭/১০৯৯,সদর ঘাট রোড,চট্টগ্রাম	৩য়

২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	অকো-টেক্স লিমিটেড বাড়ী : ১০৩ (২য় তলা), রোড : নর্দান রোড ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা-১২০৬।	১ম
০২	বি আর বি পলিমার লিমিটেড বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।	২য়
০৩	ন্যাসেনিয়া লিমিটেড ফ্লাট : ৪এ, ৪বি, ৩বি, হাউজ : ৬/১৪, বক : এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।	৩য়

৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	প্রিমিয়াম সুইটস বাই সেন্ট্রাল প্লট নং-২২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা-১২১২ ।	১ম
০২	মেটাটিউড এশিয়া লি. মার্ক ম্যানশন, ৩৬, সোনারগাঁও জনপথ লেভেল : ৪ ও ৫ সেক্টর : ৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।	২য়
০৩	আলীম ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, কদমতলা সিলেট।	৩য়

৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	খান ব্যাকেলাইট প্রোডাক্টস ১০৫ বিসিসি রোড, পোষ্ট : ওয়ারী, থানা : ওয়ারী, ঢাকা-১০০০।	১ম
০২	ট্রিম টেক্স বাংলাদেশ এপিটি -বি-১, ৮৪-বি এ , দক্ষিণ বাড্ডা গুলশান, ঢাকা-১২১২	২য়

৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	অধরা পার্লার এন্ড স্পা ট্রেনিং সেন্টার ইউ-৬২, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	১ম
০২	প্রীতি বিউটি পার্লার ৭৬/১, মানিক নগর, মুগদা, ঢাকা-১২০৩	২য়

৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	রেণউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. থানা পাড়া, কুষ্টিয়া-৭০০০	১ম
০২	করিম জুট মিলস লিমিটেড বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, আদমজীকোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	২য়
০৩	ন্যাশনাল টিউবস্ লিমিটেড বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬
প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, ঠিকানা ও অবস্থান

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিল্‌স লিমিটেড** টি.কে ভবন (১৩ তলা), ১৩, কাওরান বাজার, ঢাকা।	১ম
০২	**মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড** ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	২য়
০৩	**আরএফএল প্লাস্টিকস লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, ১০৫, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	৩য়

২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, ১০৫, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	**প্রাণ ফুডস্‌ লিমিটেড** সি-১০৫/এ, প্রগতি স্বরণী, মধ্য বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।	২য়
০৩	**গ্রাফিক পিপল** প্লট-৭৬/এ, রোড-১১, বক-এম, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	৩য়

৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, ১০৫, মধ্য বাড্ডা,ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	**সিন্‌থেটিক এডেসিভ কোং লি.** মান্নান ভবন (৩য় তলা), ১৫৬,নূর আহম্মদ সড়ক, চট্টগ্রাম-৪০০০।	২য়

৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**একাডেমিক বুক হাউস** ৩৮, পি.কে রায় রোড, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০।	১ম

৫। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড** ডাকঘর : দর্শনা, পৌরসভা : দর্শনা উপজেলা : দামুড়হুদা, জেলা : চুয়াডাঙ্গা	১ম
০২	**ইস্টার্ন কেবল্‌স লিমিটেড** উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	২য়
০৩	**গাজী ওয়্যারস্‌ লিমিটেড** ২৮-এফ আই.ডি.সি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

বছর	অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অ্যাওয়ার্ড প্রদানের স্থান	অ্যাওয়ার্ড প্রদানের তারিখ
২০১২	১০	সিরডাপ মিলনায়তন	১১ নভেম্বর, ২০১৩
২০১৩	১৭	হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	০৯ আগষ্ট, ২০১৫
২০১৫	১৮	হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	২৬ অক্টোবর, ২০১৬
২০১৬	১২	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, চিত্রশালা ভবন (৪র্থ তলা)	১৮ এপ্রিল, ২০১৮
২০১৭	১৬	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্টেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন, ৬৩ দিলু রোড ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০	১১ ডিসেম্বর, ২০১৮

''ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৫''
প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, ঠিকানা ও অবস্থান

০১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ,** সিম্পনি (৬-৭ম তলা), প্লট-এসই(এফ)৯, রোড-১৪২, সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা	১ম
০২	**কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড** আইডিবি ভবন (১৪ তলা), ই/৮-এ, বেগম রোকেয়া সরনী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	২য়
০৩	**বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড** ১৯, ধানমন্ডি আ/এ, রোড-৭, ঢাকা-১২০৫	৩য়

০২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**এথিক্স এ্যাডভান্স টেকনোলজী লিমিটেড** রউফ টাওয়ার (৫ম তলা), বাড়ী-৯, রোড-১৬, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	১ম
০২	**ইরা ইনফোটেক লিঃ** বেঙ্গল সিটি (৪-৬ তলা), ২৮, তোপখানা রোড, ঢাকা	২য়
০৩	**অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিঃ** ১০৫/১, মধ্য বাড্ডা, প্রাণ আর এফ এল সেন্টার, ঢাকা-১২১২	৩য়

০৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**ডিভাইন আইটি লিমিটেড** ৩৪, গাউছুল আজম এভিনিউ, সেক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	১ম
০২	**প্রিন্স কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, পাবনা	২য়
০৩	**মেসার্স রনি এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং** প্লট নং-২০,এ-৭ ও ৮, বিসিক শিল্প নগরী, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা	৩য়

০৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)** হোসেনপুর, জগনাথ বাড়ী রোড, ওয়ার্ড নং-১১, পোঃ+থানা+জেলা=সিরাজগঞ্জ	১ম
০২	**তারা মার্কা** ১১৩, আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহাবাগ, ঢাকা	২য়
০৩	**উইমেন্স ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড** লামা বাজার রোড, সিলেট-৩১০০	৩য়

০৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**মেক্সিম ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং** সামাদ নগর, ভাঙ্গাপ্রেস, ডেমরা রোড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১৩৬২	১ম
০২	**অঙ্গনা বিউটি পার্লার এন্ড স্কীন কেয়ার** ৫নং সিরাস ম্যানশন, শিমুলতলী, পোঃ-বি,ও,এফ, থানা-জয়দেবপুর,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর	২য়
০৩	**প্রতিবেশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন সংস্থা** সেকশন-৬, ব্লক-ট, বাসা-২, রোড-৩৮, মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬	৩য়

০৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড** তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর	১ম
০২	**প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড** ফিনলে হাউজ (৩য় তলা), ১১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	২য়
০৩	**আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড** আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া-৩৪০৩	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৩
প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

০১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোং লিঃ** নিউ ডি ও এইচ এস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।	১ম
০২	**খুলনা শিপ ইয়ার্ড লিমিটেড** বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা-৯২০১।	২য়
০৩	**বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।	৩য়

০২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**এনার্জিপ্যাক ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড** ২৭০, নভো টাওয়ার (১ম তলা) তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।	১ম
০২	**তামাই নীট ফ্যাশন লিঃ** বাড়ী-৫৪১/৫ (৯ম তলা) রোড-১২ ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা।	২য়
০৩	**সি আই বি এল টেকনোলজি কনসালটেন্টস লিঃ** টিসিবি ভবন (৯ম তলা) ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।	৩য়

০৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**মেসার্স রনি এ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং** বিসিক শিল্প নগরী, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা।	১ম
০২	**প্রিন্স কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, পাবনা।	২য়
০৩	**রেজিম্যাক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ** মান্নান ভবন (৩য় তলা) ১৫৬, নূর আহাম্মদ সড়ক, চট্টগ্রাম।	৩য়

০৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**খান বেকেলাইট প্রোডাক্টস** ৮১/১, যোগীনগর পোঃ-ওয়ারী থানা-ওয়ারী, ঢাকা।	১ম
০২	**বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা** হোসেনপুর জগনাথবাড়ী রোড সিরাজগঞ্জ।	২য়

০৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**অধরা বিউটি পার্লার এন্ড হ্যান্ডিক্রাপট ট্রেনিং সেন্টার** ২/১৯ নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	১ম
০২	**পিন্ধন** মালেক মার্কেট (২য় তলা) রথখলা ঈশাখা রোড, কিশোরগঞ্জ।	২য়
০৩	**গৃহ সুখন** ৪৭, রায়পাড়া ক্রস রোড, খুলনা শো-রুম : ৩৭, ইসলামপুর রোড, খুলনা।	৩য়

০৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড** বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	১ম
০২	**আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড** বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	২য়
০৩	**ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড** বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, (বিএসইসি) ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।	৩য়

"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১২"
প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, ঠিকানা ও অবস্থান

০১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া	১ম

০২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মো প্লাষ্টিকস লিঃ** বেঙ্গল হাউস, ৭৫, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।	১ম

০৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**প্রিন্স কেমিক্যাল কোং লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, পাবনা	১ম
০২	**হিফস এগ্রো ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ** ৩৪২, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম	২য়
০৩	**মেসার্স রণী এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং** বিসিক শিল্প নগরী, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা।	৩য়

০৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**রং হ্যান্ডিক্রাফটস** ৩৪ মজিব সড়ক, যশোর	১ম

০৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**স্প্যাডিস্ক লিমিটেড** স্যুট-০৪ (৭ম তলা) রহমানিয়া ইন্টার কমপেক্স, ২৮/১সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	১ম

০৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ** বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন চিনি শিল্প ভবন, ৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	১ম
০২	**আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ** বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	২য়
০৩	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ, বিএসইসি ভবন** ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের এ্যাসেসমেন্ট কমিটি

ক্রমিক নং	পদবি ও মন্ত্রণালয়/সংস্থা	
১।	অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	মহা-পরিচালক, বিটাক (পরিচালক পদ মর্যাদার একজন প্রতিনিধি)	সদস্য
৩।	মহা-পরিচালক, বিআইএম (পরিচালক পদ মর্যাদার একজন প্রতিনিধি)	সদস্য
৪।	মহা-পরিচালক, বিএসটিআই (পরিচালক পদ মর্যাদার একজন প্রতিনিধি)	সদস্য
৫।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদ মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
৭।	ডিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদ মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
৮।	এমসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদ মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
৯।	দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক (জি এম পদ মর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১১।	যুগ্ম-পরিচালক, এনপিও	সদস্য
১২।	সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
১৩।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য সচিব

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের জুরি বোর্ড

ক্রমিক নং	পদবি ও মন্ত্রণালয়/সংস্থা	
১।	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	যুগ্ম সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	যুগ্ম সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই (প্রার্থী নয় এমন কেউ)	সদস্য
৬।	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য সচিব

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের ওয়ার্কিং কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	
১।	**জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম** যুগ্ম পরিচালক (অ.দা.)	আহবায়ক
২।	**জনাব মোঃ মেহেদী হাসান** গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
৩।	**জনাব মোঃ আকিবুল হক** গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
৪।	**জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম** প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সদস্য
৫।	**মিজ নাহিদা সুলতানা রত্না** গবেষণা কর্মকর্তা (সি.সি.)	সদস্য
৬।	**মিজ শারমিন আক্তার** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সদস্য
৭।	**মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম** উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

NPO
ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি
এন্ড
কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড
ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়